টডের তরবারি

ভদ্রবিত্তের ইসলামোফোবিয়া রাজপুত-পৌরুষের খোঁজে

অত্রি ভট্টাচার্য, বিশ্বেন্দু নন্দ

জ্ঞানগঞ্জ
উপনিবেশ-বিরোধী কর্পোরেট-বিরোধী চর্চা

টডের তরবারি: ভদ্রবিত্তের ইসলাম বিদ্বেষ ও রাজপুত-পৌরুষের খোঁজ
Toder Tobari: Vadrabitter Islam Bidwesh O Rajput Pousher Khonje
অত্রি ভট্টাচার্য, বিশ্বেন্দু নন্দ

১৭৭০/১১৭৬ গণহত্যা গবেষণা আন্দোলন ।। জনভাণ্ডার ।। অপ্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা উদ্যম।। বই প্রকাশ পরিকল্পনা।। গ্রন্থাগার প্রকল্পের অধীনে জ্ঞানগঞ্জ ।। উপনিবেশ-বিরোধী কর্পোরেট-বিরোধী চর্চা, ৪ হিদারাম ব্যানার্জী লেন, কলকাতা - ৯ পক্ষে প্রকাশনা করলেন বহ্নিহোত্রী হাজরা, শমিত সান্যাল, অত্রি ভট্টাচার্য

সম্পাদকমণ্ডলী বহ্নিহোত্রী হাজরা, অত্রি ভট্টাচার্য, শমিত সান্যাল, দেবত্র দে, অর্ক ভাদুড়ি, মহুয়া লাহিড়ী, অর্ণব সাহা, জ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়, সোমনাথ রায়, ভবতোষ সরকার, সৌরভ গুহ, সুরজিৎ সেন, রক্তিম ঘোষ, মিলটন বিশ্বাস, সৈয়দ নকিব মাহমুদ

ছাপা বাঁধাই বাদল ঘোষ, এরিস্টোপ্রিন্ট, ৪ হিদারাম ব্যানার্জী লেন, কলকাতা - ৯

দাম ৬০ টাকা

কপিরাইট-মুক্ত প্রকাশনা

টডের তরবারিঃ ভদ্রবিত্তের ইসলামফোবিয়া, রাজপুত-পৌরুষের খোঁজে

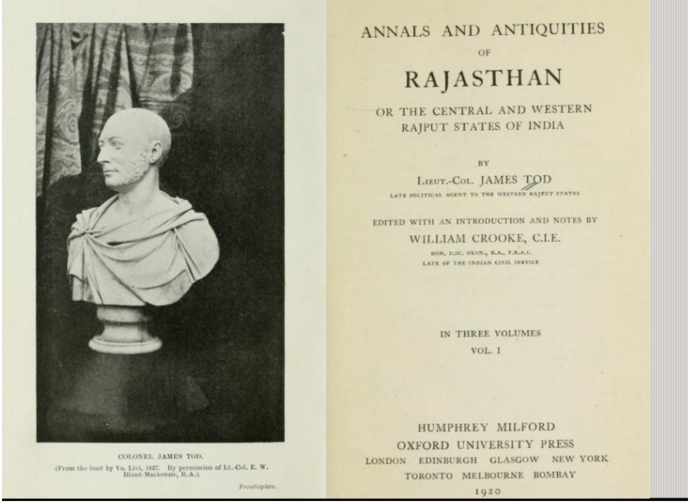
COLONEL JAMES TOD.
(From the bust by Vo. Livi, 1837. By permission of Lt.-Col. E. W. Blunt-Mackenzie, R.A.)
Frontispiece.

ANNALS AND ANTIQUITIES
OF
RAJASTHAN
OR THE CENTRAL AND WESTERN
RAJPUT STATES OF INDIA
BY
LIEUT.-COL. JAMES TOD
LATE POLITICAL AGENT TO THE WESTERN RAJPUT STATES
EDITED WITH AN INTRODUCTION AND NOTES BY
WILLIAM CROOKE, C.I.E.
HON. D.SC. OXON., B.A., F.R.A.I.
LATE OF THE INDIAN CIVIL SERVICE
IN THREE VOLUMES
VOL. I
HUMPHREY MILFORD
OXFORD UNIVERSITY PRESS
LONDON EDINBURGH GLASGOW NEW YORK
TORONTO MELBOURNE BOMBAY
1920

ব্রিটিশ শক্তি, স্বাধীনতা হারানো রাজপুত জাতি এবং বাঙালি জাতি - দু'টো জাতিকেই চরম অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা করেছে **জেমস টড, 'এনালস' এন্ড এন্টিকুইটিজ অব রাজস্থান, ইংল্যান্ডের রাজা চতুর্থ জর্জএর নামে উৎসর্গপত্র**

নতুন সেনাপতি বাপ্পা সমস্ত রাজস্থানকে ভয়ঙ্কর মুসলমানদের হাত থেকে রক্ষা করে যেদিন চিতোর নগরে ফিরে এলেন, সেদিন রাজা মানের বুড়ো-বুড়ো সর্দারেরা ক্ষুণ্ণ মনে রাজসভা ছেড়ে গেলেন'। **অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজকাহিনী**

যে কথা বলা হয় নি

আমপাবলিকের ধারণা, দক্ষিণ এশিয়ায় মুসলমান বিদ্বেষের বয়স সঙ্ঘ পরিবারের বয়সের কাছাকাছি। ইতিহাস বোধহয় অন্য কথা বলে। মুসলমান ভয়ঙ্কর, 'গোব্রাহ্মণদ্রোহী' মুসলমানের অধীনে চাকরি করা পাপের ধারণা সাভারকর-গোলওয়ালকদের রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ আর স্যাঙ্গাৎদের চালানো উপনিবেশিক প্রকল্পের থেকেও পুরোনো, বঙ্গভূমে এই ভদ্রবিত্তিয় ধারণার বয়স ৫০০ পার। 'চৈতান্যচরিতামৃত' কাব্যে কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীচৈতন্যকে সাক্ষী মেনে দুই গোস্বামী ভাই রূপ, সনাতনের উদ্ধৃতি লিখছেন, 'ম্লেচ্ছ জাতি ম্লেচ্ছ সঙ্গী করি ম্লেচ্ছ কাম।/গোব্রাহ্মণদ্রোহী সঙ্গে আমার সঙ্গম॥' বাঙালি ভদ্রবিত্ত পরিবারের বালক-বালিকা-যুবা-যুবতীরা অবন ঠাকুরের 'রাজকাহিনী'র 'নতুন সেনাপতি বাপ্পা সমস্ত রাজস্থানকে ভয়ঙ্কর মুসলমানদের হাত থেকে রক্ষা করে যেদিন চিতোর নগরে ফিরে এলেন...' টাইপের মুসলমান বিদ্বেষে আপাদমস্তক ডুবে আছে ১১০ বছরের কাছাকাছি। রবিঠাকুরের 'একা কুম্ভ রক্ষা

করে...' মার্কা রাজপুত অহং-মার্জনা বিবৃতি আর অবন ঠাকুরের 'রাজকাহিনী'র ইসলাম বিদ্বেষের সাহিত্যিক ভিত্তি কোম্পানির গোয়েন্দা বিভাগের আমলা জেমস টডের 'এনালস এন্ড এন্টিকুটিজ অব রাজস্থান'; টডের উপনিবেশিক মুসলমান বিদ্বেষের বয়স ২০০। তাঁর উত্তরাধিকারী সঙ্ঘ'র বয়স ১০০, রাজনৈতিক মুখপাত্র ভারতীয় জনতা পার্টির ৫০ও হয় নি। ২০০ বছর পর টডের গবেষণার প্রভাব আমরা আন্দাজ করতে পারব 'রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি অব গ্রেট ব্রিটেন এন্ড আয়ারল্যান্ডের' ওয়েবসাইটের এক মন্তব্য থেকে, যেখানে টডের বইএর প্রভাবের ব্যাপ্তি বিষয়ে বলা হচ্ছে, This book helped define how Europeans at the time viewed Rajasthan, and has remained influential up to the present day in both Europe and India(https://royalasiaticsociety.org/james-tod-and-the-annals-and-antiquities-of-rajasthan/)।

আমরা বর্তমান বইতে দেখব কীভাবে বাংলা সাহিত্যের শুধু অনামা সাহিত্যিকরাই নয়, প্রধান সাহিত্যিকরাও টডের রাজস্থানের 'ইতিহাস' প্রভাবিত সাহিত্যে স্পষ্টভাবে মুসলমান বিদ্বেষ এবং রাজপুত অহংএর অবাধ চাষ করেছেন। বই প্রকাশের ১০০ বছর পরেও সম্রাট আওরঙ্গজেবের জীবন আলোচনার শেষ কথা যদুনাথ সরকারও রাজপুতানা বর্ণনায় টড নির্ভর। টডের আবেদন শুধু শিক্ষিত ভদ্রবিত্ত পরিবারেই সীমাবদ্ধ নেই, গণকৃষ্টি সিনেমার হাত ধরে ছড়িয়ে পড়েছে জনগণেশের দুয়ারে দুয়ারে - রাজস্থান অস্মিতায় ডোবা আপাদমস্তক বাণিজ্যিক 'ইতিহাস' অভিধাধারী মুম্বাইয়া চলচ্চিত্রে মুসলমান বিদ্বেষ, রাজপুত অহং-লালন-পালন করা ফিলিমকর্তারা তথ্য, তত্ত্ব স্রেফ খামচা মেরে টডের 'এনালস'এর পাতা থেকে তুলে এনে ছুঁড়ে দেন আম-দর্শকপানে।

গত ১০০ বছরে ইসলামবিদ্বেষ এবং রাজনৈতিক হিন্দুত্ববাদের জনক রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ আর প্রাচ্যবাদের (প্রাচ্যবাদকে গবেষক সৌরভ রায় নাম দিয়েছেন হিন্দুউপনিবেশবাদ) চরিত্র বর্ণনা করে মূল আলোচনায় ঢুকব। কর্পোরেট এবং উপনিবেশ বিরোধী চর্চা দল মনে করে, সঙ্ঘ ইওরোপমুখ্য জাতিরাষ্ট্রবাদী উপনিবেশিক সংগঠন - মুখোশ হিন্দু ধর্ম, হিন্দুত্ববাদ রাজনৈতিক এজেন্ডা। তাই সঙ্ঘের সঙ্গে দেশজ চিন্তা ভাবনার যোগ নেই বলেই তার দর্শন, ইতিহাস, ভূগোল ভাবনা সমস্যা তৈরি করে। সঙ্ঘের উদ্দেশ্য দেশিয় পরম্পরা অনুসরণ নয়, বরং বৈচিত্রমূলক দেশিয় পরম্পরা ধ্বংস করে ইওরোপিয় আধুনিক উপনিবেশিক জাতিরাষ্ট্রীয় দর্শন এক রাষ্ট্র, এক জাতি, এক ধর্ম, এক ভাষা নির্ভর রাষ্ট্রব্যবস্থা তৈরির দিকে এগোনো, যার নাম তারা দিয়েছে হিন্দুরাষ্ট্র। আর্যসমাজী আর সঙ্ঘের তাত্ত্বিক অবস্থান খুব কাছাকাছি। সঙ্ঘের মূল তাত্ত্বিক সাভারকার স্পষ্টভাবে নিরীশ্বরবাদী, নিরাচারবাদী আধুনিক। পরম্পরার হিন্দু ধর্ম যে বিস্তৃত বৈচিত্রের আচার কাঠামোর প্রতিনিধিত্ব করে, তাকে তিনি বর্জন করে মৃত্যুর পরে, দেহ ঘিরে পারলৌকিক আচার নিষিদ্ধ করে যান। হিন্দি-হিন্দু-হিন্দিস্তানী সাম্রাজ্যবাদের অন্যতম তাত্ত্বিক সঙ্ঘ দেশের, দশের হিতৈষী, এই বিশ্বাসে ভিত্তি না রাখাই মঙ্গল। সে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের দেশিয় কোলাবরেটর - তার রাজনৈতিক মুখ নরেন্দ্র মোদি। পলাশীর পরে উপনিবেশ যে মুসলমান বিদ্বেষী হিন্দুত্ববাদ তৈরি করেছে, সঙ্ঘ সেই ভাবনাই এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

প্রাচ্যবাদ বা হিন্দুউপনিবেশবাদের মূল ভিত্তি ইওরোপকেন্দ্রিকতাবাদ, তার তিন চরিত্র - সোনালী অতীত রোমন্থন, মুসলমান আর ইসলাম বিদ্বেষ, ইওরোপমন্যতা, ইওরোপের

উদ্ধারকারী চরিত্রে সম্মতি নির্মাণ ১) প্রাচীনকাল ছিল আর্য ঋষি, মুণি, আশ্রমের যুগ। রাক্ষসটাক্ষসের উৎপাত বাদ দিলে সুখ সমৃদ্ধি আর দুধ-মধুর যুগ; মানুষ মুক্ত, সৃজনশীল। মূলত ইওরোপিয়, খুব বেশি হলে ককেশাসিয়দের তৈরি যুগ, তারা দেশে দেশে গিয়ে সভ্যতা নির্মাণ করেছে। উপনিবেশ কালে যেমন ইওরোপ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরের সময়ে যেমন আমেরিকা দেশে দেশে সভ্যতা রপ্তানির ঠিকাদার হয়েছে। প্রাচীনকাল ছিল ইসলামপূর্ব ‘শান্ত’ যুগ; ২) এল ক্রুসেড, ইওরোপের চিরস্থায়ী দুর্দশা, ব্যর্থতা - ইসলাম, মুসলমান, প্রাচ্য, মহিলা, অভদ্রলোক, বৈচিত্র বিদ্বেষের যুগ। প্রাচ্যবাদ বা হিন্দুউপনিবেশবাদের দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত মধ্যযুগ অন্ধকার সময়। ইসলামের ভারতবর্ষ জয় এবং আর্যাবর্তের ‘মহাপতন’। আর্যাবর্তে অবক্ষয় আর অন্ধকার যুগের সূচনা; অন্ধকার অন্ধকার আর অন্ধকার; ৩) যে পরিব্রাজক মহান ইওরোপিয়রা বেদ লিখে অন্ধকারে পড়ে থাকা মানুষদের আলোয় এনে সিন্ধু ছেড়ে ইওরোপের দিকে যাত্রা করেছিল, তারা হঠাতই মধ্যযুগে অন্ধকারে ডুবে যাওয়া ভারতবর্ষে তাদের তৈরি সভ্যতার পতন দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে ফিরে আসে, যে সময়কে বিদ্বেষীরা উপনিবেশ বলে, সঙ্ঘীরা বলে ইসলামি শাসনের হাত থেকে মুক্তির সময়। মুক্তির দিশারী ইওরোপিয়রা, তাদের ইওরোপকেন্দ্রিকতাবাদ ধারণ করে অন্ধকারের প্রতিভূ সুলতান/মুঘল/নবাবদের ক্ষমতা চ্যুত করে, আলোর দিশা দেখায়, নবজাগরণের মাধ্যমে অন্ধ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, রোজগেরে মহিলা আর অভদ্রবিত্তকে রোজগারচ্যুত শহরচ্যুত করে, প্রগতিশীল কায়স্থ, ব্রাহ্মণ, বৈদ্য - একযোগে কাবাব ভদ্রবিত্তের হাতে ক্ষমতা তুলে দেয়, ত্যান্ডাইম্যান্ডাই করা মহিলাদের পুড়িয়ে মারার জন্যে ভদ্রলোকেদের উৎসাহিত করে, নাম দেয় সতীদাহ - সতী পুড়িয়ে স্বর্গে পাঠানোর যুগ আরম্ভ; আবার কয়েক দশকের মধ্যে সতীদাহকে গালি দিয়ে, মাথায় বাঁশের বাড়ি মেরে চিতায় পোড়ানো মহিলাদের উদ্ধার করা হল রামমোহন রায়কে মহান বানিয়ে। উপনিবেশের শেষের দিকে ‘সভ্য ইওরোপ’ অনুগামী ভদ্রবিত্তের হাতে ক্রমশ ক্ষমতা দিয়ে ইওরোপে যাওয়ার আগে বলে যায় উপনিবেশিক প্রগতিশীলরা যেমন সরকার চালিয়েছে, কোলাবরেটররাই সে রকমই সরকার চালাক। সময়ে সময়ে ইওরোপিয়রা পরামর্শ দেব যাতে আর অন্ধকার যুগে ফেরত না যেতে হয়। সভ্যতা বিস্তারক হিসেবে অইওরোপিয়দের অভিভাবক হওয়া ইরোপিয়দের অবশ্যকর্ম। বিশ্ব উদ্ধারে ইওরোপ আজও এশিয়াজুড়ে ক্রুসেডে ব্যস্ত।

আর্যাবর্ত এবং দক্ষিণ এশিয়াজুড়ে প্রাচ্যবাদ বা হিন্দুউপনিবেশবাদের (যার প্রধান হাতিয়ার মুসলমান বিদ্বেষ) প্রভাবশালী প্রচারক জেমস টড। বাংলার উপনিবেশিক ভদ্রবিত্ত দরবারি কৃষ্টির ধারক-বাহকেরাই টডের নির্মিত বই নির্ভর করে হয়ে ওঠেন কখনও প্রত্যক্ষ্যে কখনও বা পরোক্ষে নব্য-হিন্দু-হিন্দুত্ববাদ-পুনরুত্থানের কারিগর। একবিংশ শতকে ডিজিটাল হিন্দুত্বের ভরা জোয়ারে প্রাক-হিন্দুত্ববাদী সময়ে এবং আজকের সিনেমায় টড প্রভাবী হিন্দুত্বের কুড় খুঁজতে, উপনিবেশ-বিরোধী কর্পোরেট-বিরোধী চর্চার গবেষকেরা প্রখ্যাত ভদ্রবিত্ত মহাজনদের সযত্নে তৈরি প্রগতিশীলতার মুখোশ নেড়েচেড়ে দেখতে চাইছে। মুখোশ খোলার কাজে এই ধরণের ধারাবাহিক ছোট বই প্রকাশের ভাবনা। ইতিহাস থেকে মুঘল সময়কাল মুছে ফেলা, হিন্দুত্ববাদী ভারতীয় জাতীয়তাবাদের রাজনৈতিক প্রচেষ্টার শিকড় উপনিবেশিক দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিহাসের বয়ান নির্মাণই মুসলমান বিদ্বেষী প্রাচ্যবাদী ইতিহাসচর্চার ধারা। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির উচ্চপদস্থ আমলা জেমস টড সুকৌশলে প্রতাপ

সিংহকে একপ্রকার ইতিহাসবিকৃতির তরিকাতেই 'বীর' মহারাজ অভিধায় কৃতি, ভাবমূর্তি চুনকাম করেছেন, তাকে সামনে রেখে মুঘল বিদ্বেষ এবং তারই উপজাত বস্তু রূপে ইসলাম-মুসলমান বিদ্বেষ আর রাজপুত অহং-মালিশের হাইব্রিড চাষবাস করেছেন। গত এক শতাব্দ ভদ্রবিত্তের সাহিত্য এবং ইতিহাসচর্চায় মুখ লুকিয়ে রয়েছে ইসলাম বিদ্বেষী টডের হিন্দুউপনিবেশবাদী ভাষ্য।

উপনিবেশ-বিরোধী কর্পোরেট-বিরোধী চর্চা দলের প্রথম প্রকাশনায় টডের হিন্দুত্ববাদী এবং মুসলমান বিদ্বেষের প্রত্যক্ষ প্রভাব তিনপর্বে বুঝব - প্রথম পর্ব আওরঙ্গজেবের জীবন ইতিহাস প্রসঙ্গে যদুনাথ সরকারের বয়ান, দ্বিতীয় পর্ব বাংলা নবজাগরণী সাহিত্যে বিখ্যাত, মাঝারি-বিখ্যাত এবং তত বিখ্যাত নন এমন কবি, প্রাবন্ধিক, নাট্যকারের কাজের চুম্বকে এবং তৃতীয় ও শেষ পর্বে সাম্প্রতিক কালে মুম্বই অঞ্চলে তৈরি হিন্দি সিনেমা বয়ানে। আমরা উপনিবেশ-বিরোধী কর্পোরেট-বিরোধী চর্চা দলের পক্ষে আলোচনার সূত্রপাত করে গেলাম।

গোয়েন্দা আমলা টড

জেমস টড আর মেরি হিটলির সন্তান জেমস টডের জন্ম ১৭৮২র ২০ মার্চ ইসলিংটনে। বাবা মির্জাপুরের নীলকর। তাঁর যুগের ব্রিটিশ স্কচ আইরিশ উচ্চভদ্রবিত্ত পরিবারের সন্তানের অন্যতম জীবিকা ছিল কর্পোরেট শাসক ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভারতবর্ষ উপনিবেশে হয় চাকরি, না হয় দালালি, কিছু না পারলে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া ইস্ট ইন্ডিয়া স্টক থেকে জীবনধারণ। টড বাছলেন চাকুরের জীবন। দুই খুড়তুতো ভাইও কোম্পানির বেসামরিক চাকুরে। ১৬ বছর বয়সে কোম্পানির উলরিচের সামরিক কলেজে ভর্তি, সেখানেই শিক্ষানবিশী, কোম্পানির সামরিক বিভাগে ১৭৯৯তে যোগ দিয়ে বাংলায় আসা; ১৮০০তে লেফটানেন্ট। ১৮০২তে উপনিবেশের রাজনৈতিক মাইলস্টোন হল লর্ড লেকের সেনাবাহিনী নিয়ে দিল্লি ঢোকা - দু'হাজার বছরের আলেকজান্ডারের অধরা সাম্রাজ্য তৈরির স্বপ্নপূরণ। ১৮০২ থেকেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দক্ষিণ এশিয়ায় চূড়ান্ত আধিপত্য যুগের সূচনাবিন্দু। ৩ বছর পরে ১৮০৫এ সিন্ধিয়া দরবারের ব্রিটিশ রেসিডেন্টের রক্ষী বাহিনীর সদস্য মনোনীত হলেন টড। শুরু হল আগামী দিনের রাজপুতানার ছিন্নবিচ্ছিন্ন রাজপরিবারগুলোকে উপনিবেশিক কাঠামোয় নিয়ে আসা উদ্যমের শিক্ষানবিশীর কালক্রম। ১৮১৩য় ক্যাপ্টেন আর রেসিডেন্ট কমিশনার রিচার্ড স্ট্রাচির সহকারী মনোনীত হওয়া। ইওরোপিয় লুঠ, আধিপত্য চালাতে রেনেলের সময় থেকে অঞ্চলজুড়ে জরিপ-সমীক্ষার কাজ শুরু হয়েছে মুঘল আমলের তত্ত্ব আর প্রযুক্তি ধার করে। টড মধ্যভারতজুড়ে সিন্ধিয়া রাজার সঙ্গী হয়ে গোয়ালিয়র ভ্রমণের ছুতোয় ১৮১২ থেকে ১৮১৭ পর্যন্ত অঞ্চল জরিপ এবং তথ্য সংগ্রহ। ১৮১৫য় গভর্নর জেনারেল প্রথম মার্কুইস অব হেস্টিংসের হাতে সেন্ট্রাল ইন্ডিয়ার (নামটা তাঁরই দেওয়া) দেশিয় রাজ্যগুলোর মানচিত্র তুলে দিলেন। পিণ্ডারীদের বিরুদ্ধে হেস্টিংসের সামরিক অভিযানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে তাঁর জরিপ আর মানচিত্র। ব্রিটিশ জয়ে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা অস্বীকৃত থাকে নি। অভিযানের অন্যতম মাথা, অঞ্চল-অভিজ্ঞ কর্নেল টডকে কোম্পানির গুপ্তচর বাহিনির সুপারিনটেনডেন্টের দায়িত্ব দেওয়া হল। পরের বছর

পশ্চিম রাজস্থানের রাজ্যগুলির পলিটিকাল এজেন্টের দায়িত্বভার পেলেন যোগ্য সাম্রাজ্যবাদী আমলা। ১৮১৮য় রাজপুতানার রাজারা অধীনতামূলক মিত্রতার চুক্তি মানলেও কয়েকটা রাজ্য চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করছিল। এই সময়ে রাজস্থান-আফগানিস্তানের দিক দিয়ে রুশ আক্রমনের আশংকা করছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্য। কোম্পানির গোয়েন্দা বাহিনীর আমলা হিসেবে বহিঃশত্রু, অন্তঃশত্রু সামলানোর দায়িত্ব পেলেন। তিনি যখন পশ্চিম রাজপুতানার দেশিয় রাজাদের রাজনৈতিক এজেন্ট নিযুক্ত হচ্ছেন, তখনও সব অঞ্চলে ব্রিটিশ কোম্পানি দাঁত ফোটাতে পারে নি, সিন্ধিয়াদের মত, রাজপুতানার উপর পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ তৈরি করতে টড সক্রিয় হলেন। সাফল্যের সূত্রে ক্রমশঃ বড় দায়িত্ব পেলেন প্রথমে মেওয়ার, তারপরে কোটা, সিরোহি, বুন্দি; আরও পরে ঘাড় কেঁদো মারওয়াড়কে ব্রিটিশ অধীনতা মানতে বাধ্য করানো, ১৮২১এ জয়সলমীরের অতিরিক্ত দায়িত্বভার। ১৮২২এ ডেভিড অক্টারলোনির সঙ্গে বিবাদে জয়সলমীরের নিয়ন্ত্রণ তাঁর হাত থেকে কেড়ে নেওয়া হল উৎকোচ নেওয়ার অভিযোগে। চাকরি থেকে অবসর নিলেন টড।

টডের চাকরি জীবনের গতিপ্রকৃতি রাজপুতানাজুড়ে ভাটেদের গীতিকবিতা নিয়ে ক্ষেত্র সমীক্ষা আর নথিকরণ চালাতে প্রণোদিত করেছে, যে বয়ানকে তিনি এবং তার উত্তরপ্রজন্ম 'ইতিহাস' নাম দেবেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বড় আমলা এবং পশ্চিম রাজপুতানার পলিটিক্যাল রেসিডেন্ট পদে থাকার সময় নথিকরণ করা গীতিকবিতাগুলোকে গদ্যে রূপদান করে তৈরি হল দুই খণ্ডে 'এনালস এন্ড এন্টিকুইটিজ অব রাজস্থান' (১৮২৯ থেকে ১৮৩২-এর মধ্যে প্রকাশ; এখন থেকে 'এনালস' বা 'রাজস্থান')। উপনিবেশের প্রথম সময়ে জাতীয়তাবাদী এবং পরের দিকে হিন্দুত্ববাদী ইতিহাসধারাকে তুমুলভাবে প্রভাবিত করবে 'এনালস'। 'এনালস' প্রাচ্যবাদী টেক্সট হিসেবে যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি রাজনৈতিকভাবেও প্রভাবশালী। টড শুধু প্রাচ্যবাদী তাত্ত্বিক বা উপনিবেশিক 'ঐতিহাসিক'ই নন, রাজপুতানায় প্রাচ্যতত্ত্বের প্রয়োগকর্তাও। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারী হিসেবে তাঁর প্রধান কাজ ছিল সক্রিয়ভাবে রাজপুতানার রাজ্যগুলোয় ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসন বিস্তৃতি এবং ব্রিটিশ উপনিবেশিক থাকবন্দী তৈরি এবং উপনিবেশ-স্বার্থ রক্ষা। তিনি সে কাজ সফলভাবে সম্পাদন করলেও সাম্রাজ্য তার সম্মান রাখে নি, পদত্যাগে বাধ্য করা হয়। টড চাকরি করেছেন ২৪ বছর। ১৭ বছর কাটিয়েছেন মধ্য ভারত, রাজপুতানা প্রশাসন সামলাতে। এই সময় তিনি রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশের ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ করতে ভাট গীতিকবিতা সংগ্রহ করেন এবং তা 'এনালস' রূপে সংকলিত হয়।

প্রাচ্যবাদী কুসংস্কার ব্যবহার করে উপনিবেশিক শাসন বিস্তারে সক্রিয় ভূমিকা পালন করার ধ্রুপদী নিদর্শন 'এনালস'। টড অসামান্য সাম্রাজ্যবিদ বলেই তিনি বললেন উনবিংশ শতকের প্রথম পাদের রাজপুতানা রাজ্য, মিলিয়ে যেতে থাকা মুঘল রাষ্ট্র এবং একই সঙ্গে হিংস্র লোভী লুঠেরা মারাঠাদের শিকার [ভিক্টিম]। 'predatory' মারাঠা, 'despotic' মুঘলদের মধ্যে রাজপুতানা চিড়েচ্যাপটা বলেই সে গরীব থেকে গরীবতর।

মাথায় রাখতে হবে মারাঠা-রাজপুত দ্বন্দ্বে রাজপুতানার ধ্বংসের টডের বয়ান জাতীয়তাবাদী লেখক, ঐতিহাসিক, রাজনীতিকেরা প্রত্যাখ্যান করলেন। মুঘল রাষ্ট্রের প্রথম যুগে কোলাবরেটর, এবং মুঘল পতন যুগে প্রতিদ্বন্দ্বী মারাঠা, রাজপুত 'গৌরব' আলাদা করে উপস্থাপন করবেন মুসলমান বিদ্বেষ তৈরিতে। জাতীয়তাবাদীরা মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের

এক শতাব্দব্যাপী যুগে মারাঠা-রাজপুত সাম্রাজ্যের লড়াই, সঙ্ঘর্ষ, দ্বন্দ্ব সযত্নে এড়িয়ে যান বলেই ১০ বছর ধরে ৪ লক্ষ বাঙালির হত্যাকারীর স্তুতিতে 'মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত' লিখতে হাত কাঁপে না চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে প্রগতিশীল প্রকল্প হিসেবে চিহ্নিত করা, উপনিবেশের সুবিধেপ্রাপ্ত কলকাতার রামবাগানের জমিদার পরিবারের সন্তান ব্রিটিশ আমলা, উপনিবেশিক সাম্রাজ্যের 'লুঠ' অর্থনীতি বিশ্লেষণের প্রথম তাত্ত্বিক রমেশচন্দ্র দত্তের; ঠিক যেমন জার্মানির ইহুদি গণহত্যা নিয়ে ভদ্রবিত্ত যতটা উদ্বিগ্ন, একই সময়ে বাঙালির ওপর চাপিয়ে দেওয়া উপনিবেশিক গণহত্যায় নিহত ৩০ লক্ষ বাঙালি নিয়ে ততটাই উদাসীন।

উপনিবেশের প্রথম দিকে ইসলামবিদ্বেষ, মুসলমান বিদ্বেষ এবং প্রাচ্যবাদের শেকড় ছড়িয়ে দেওয়ার প্রভাবশালী তাত্ত্বিক, কর্ণেল জেমস টড। তিনিই মারাঠাদের খলনায়ক বানিয়ে রাজপুত 'গৌরব' তৈরির প্রথম উপনিবেশিক ব্যাখ্যাকার। আশ্চর্য তিনি মারাঠাদের লুঠেরা আখ্যা দিয়েছেন, তাদের লুঠেরা মুঘল সাম্রাজ্যের থেকেও খারাপ সাম্রাজ্যবাদী, রক্তচোষা ভ্যাম্পায়ার আখ্যা দিয়েছেন, অথচ টড অনুসারী জাতীয়তাবাদী, হিন্দুত্ববাদী ইতিহাসকার, সাহিত্যিক, রাজনীতিক সেই তথ্য স্রেফ মুছে দিয়েছেন জনপরিসর থেকে। তাই রাজপুতের ওপর মুঘল আক্রমন নিয়ে দিস্তা দিস্তা লেখা হয়, আর মারাঠাদের রাজপুতানায় সাম্রাজ্য বিস্তারকে কার্পেটের তলায় লুকিয়ে রাখা হয়। টড ১২ ঘর ১৩ হাঁড়ি রাজপুতদের হয়ে বললেন মারাঠারা মুঘলদের থেকেও সক্রিয়ভাবে শত ভাগে বিভক্ত; রাজপুতানা গোত্রদের ওপর অবর্ণনীয় শোষণ চাপিয়েছে বলেই রাজপুতানায় এত সমস্যা।

আগেই বলেছি অধিকাংশ ভারতবর্ষীয় উপনিবেশিক সাহিত্যিক, ইতিহাসকার, রাজনীতিক, টডের তৈরি করা মারাঠা রাজপুত দ্বন্দ্ব এড়িয়ে হয় মারাঠা গৌরব (মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত) না হয় রাজপুতানা গৌরব (রাজকাহিনী) বা শিখ গৌরব('ইতিহাস' প্রবন্ধ, রবীন্দ্রনাথ) বাখান করেছেন। কিন্তু টড মারাঠা আগ্রাসন সুকৌশলে ব্যবহার করলেন ব্রিটিশ শাসনের বাইরে থাকা রাজপুত রাজ্যগুলোয় কোম্পানি রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের যুক্তি হিসেবে। রাজপুতানায় মারাঠা লুঠ রোখা আর তার সামগ্রিক হালত ফেরানোর টডিয় দাওয়াই হল রাজপুতানাকে কোম্পানি রাষ্ট্রের ছত্রছায়ায় নিয়ে আসা। প্রশ্ন উঠল রাজপুতানার গোষ্ঠীপতিরা উপনিবেশিক খবরদারিতে রাজি হবে কেন? টড মনে করালেন, সেই সুদূর অতীত থেকে রাজপুতেরা মাথা নামিয়ে সিংহাসন অর্থাৎ রাজার অনুগামী থেকেছে; প্রত্যেক রাজপুত গোত্র উপনিবেশিক সরকারকে 'সাচ্চা রাজ(ত্ব)' গণ্য করে এবং অনুগামী হতে চায়। তারা জানে শত শত বছরের রাজপুতানা শোষণ বন্ধ হবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের হস্তক্ষেপে। একমাত্র ব্রিটিশ কোম্পানিই রাজপুতদের বহিরাগত মারাঠা আর মুঘল শোষণের থেকে মুক্তি দেবে।

শিশোদিয়া প্রতাপ সিংহ এবং অন্য রাজপুত গোষ্ঠীপতিকে সহানুভূতির আখরে পাঠকের সামনে উপস্থাপনের প্রাথমিক উদ্দেশ্য রাজপুতানাজুড়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি এবং ব্রিটিশদের বহিরাগত এবং উপনিবেশিক চেহারা লুকিয়ে মুসলমান বিদ্বেষ ছড়িয়ে রাজপুতানার উদ্ধারকারী হিসেবে উপস্থাপন করা। একচোখো সাম্রাজ্যবাদী টড রাজপুতানাজুড়ে ব্রিটিশ রাজত্ব বিস্তারের এতটাই উৎসুক ছিলেন মেওয়ার আর মারওয়াড়ের পাশে দাঁড়িয়ে জয়পুরের কাছোয়া গোত্রের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করতেও পিছপা হন নি। কারণ, কাছোয়া গোষ্ঠীপতিরা ব্রিটিশ উপনিবেশে সামিল হওয়ার প্রস্তাবে দোনোমনা

করছিল। কাছোয়াদের নিয়ে টডের বিদ্বেষ দেখি হলদিঘাটি যুদ্ধে প্রতাপের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ সেনাপতি মানসিংহের চরিত্র বিশ্লেষণে।

গবেষক নরবার্ট পিবয় ‘টড’স রাজস্থান এন্ড দ্য বাউন্ডারিজ অব ইম্পিরিয়াল রুল’ প্রবন্ধে বলছেন টডের রাজপুতানার চরিত্র বাখান শুধু উপনিবেশিক রাষ্ট্রের ক্ষমতা বিস্তারেই সহায়ক হয় না, ইওরোপজুড়ে জাতিরাষ্ট্র কাঠামো গড়ে তোলায় মস্ত হাতিয়ারও হয়ে ওঠে। লয়েড রুডলফ ‘প্রোডিউসিং এন্ড রিপ্রোডিউসিং রাজস্থান - হোয়াই কর্নেল টড রিপ্রেজেন্টেড রাজস্থান দ্য ওয়ে হি ডিড নট অ্যান্ড ইটস কনসিকোয়েন্সেস ফর ইম্পিরিয়াল, ন্যাশানিলিস্ট এন্ড রাজপুত হিস্টিরিওগ্রাফি’ প্রবন্ধে একই রাস্তায় যুক্তি শানিয়ে বলেন, জেমস টডের রাজস্থানের রাজপুত গোত্রগুলোর ভাট গায়কদের গীতিকথা নথিবদ্ধ করার উদ্দেশ্য ছিল উপনিবেশিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার স্বার্থপূরণ। তবে উপনিবেশিক জাতিরাষ্ট্র তাকে ভাট কবিতা নথিকরণ করে রাজপুতানার ‘ইতিহাস’ লেখার বরাত দেয় নি। তিনি চাকুরিদাতাদের মানসিকতা, চাহিদা বুঝে তাদের স্বার্থপূরণে এই কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেছেন।

টড ‘এনালস’কে ইওরোপি তথাকথিত ঐতিহাসিক প্রগতিশীলতা-পশ্চাদগতির প্রাচ্যবাদী ধারণার বাইরের তাত্ত্বিক কাঠামো নির্ভর করে দাঁড় করাতে চান নি, যে জন্যে তার বই সাম্রাজ্যবাদী ইওরোপের জাতিরাষ্ট্র গড়ন প্রক্রিয়ায় গভীর প্রভাব ফেলেছে। স্কটিশ নবজাগরণী তাত্ত্বিক ডেভিড হিউম, জন মিলার, বিশেষ করে ব্রিটিশ হুইগ ঐতিহাসিক হেনরি হল্লমের তত্ত্ব, তথ্য আত্মস্থ করে সেই তাত্ত্বিক অবস্থানকে তার সৃষ্টিতে আত্মীকৃত করেন।

কিংবদন্তির পদ্মিনী ‘কাহিনী’র গবেষক রম্যা শ্রীনিবাসন ‘দ্য মেনি লাইভস অব আ রাজপুত কুইন - হিস্টোরিক্যাল পাস্টস ইন ইন্ডিয়া’ বইতে বলছেন, উপনিবেশিক ইতিহাসতত্ত্ব বিকাশে টডের তাত্ত্বিকতা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ, ‘উপনিবেশিক দৃষ্টিতে প্রাক-উপনিবেশিক রাজপুত ঐতিহ্যকে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে, এবং একইভাবে রাজস্থানের পদ্মিনী গালগল্পগুলোকেও টডের তত্ত্বে জারিয়ে নতুনভাবে ঢেলে সাজানো হয়েছে’। রুডলফ এবং রম্যা দুজনেই বলছেন টডের গবেষণা কাঠামো ভিত্তি করে যেমন সমসাময়িক ইওরোপীয়রা ভারতীয় সামন্তবাদ বিচার করেছেন, তেমনি টডের রাজপুত সমাজ সংক্রান্ত ভাবনাচিন্তা সামগ্রিক রাজপুত সমাজে উপনিবেশিক রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের সুযোগ করে দিয়েছে। শুধু রাজপুত ইতিহাসের গড়নে নয়, সামগ্রিকভাবে ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনা প্রক্রিয়ায় প্রাচ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গী আত্মীকরকে প্রভাবিত করেছেন টড।

পিবয়, রুডলফ, রম্যা তিনজনই বলেছেন কোন পদ্ধতিতে টড, ‘এনালস’এ ১৫৭২ থেকে ১৫৯৭ সময়ের শিশোদিয়া রাজপুত নায়ক প্রতাপ সিংহের চরিত্র বিশ্লেষণ করে তাঁর প্রাচ্যবাদী ভাবমূর্তি তৈরি করন। টডের রাজপুত ইতিহাসকে প্রাচ্যবাদী নজরে দেখার বৌদ্ধিক মনোজগত তৈরিতে ইংলন্ডে পড়াশোনার ভূমিকা বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন রুডলফ। ১৮২১-এ উসমানিয়দের বিরুদ্ধে গ্রিসের স্বাধীনতা সংগ্রাম টডের হলদিঘাটি যুদ্ধ বর্ণনায়, মুঘল-রাজপুত দ্বন্দ্ব তৈরিতে ছায়া ফেলেছে।

টডের প্রতাপ সিংহের চরিত্র চিত্রণ নিয়ে গবেষণা করেছেন রেণু বহুগুণা ‘জেমস টডস পোট্রেয়াল অব দ্য লাইফ এন্ড ডিডস অব রাণা প্রতাপ - আ ক্রিটিক্যাল এক্সামিনেশন’ প্রবন্ধে। টড, মেওয়ার, রাজস্থানের অন্যান্য অঞ্চলের বৃহত্তর ইতিহাস রচনায় ‘এনালস’এ শুধুই প্রতাপ সিংহের জন্যে বরাদ্দ করেন ২২ পাতা। টডের ‘এনালস’এর ভিত্তি শিশোদিয়া

রাজপুত ভাটেদের গীতিকবিতা এবং সমাজে প্রচলিত গান-গল্প। প্রতাপ চরিত্র উপস্থাপন করতে ভাটেদের গানের গল্পগুলোকে টড এনেকডোট বা উপকথা চরিত্রের বললেও, আমরা আজকে যাকে রাজপুত বীরত্ব শৌর্যের মূল্যবোধের রেণু হিসেবে জেনে এসেছি, তিনি সেই সব প্রাচ্যবাদী মুসলমান বিদ্বেষী এনেকডোটস নিজের হাতে আলাদা আলাদা করে তুলে প্রতাপ সিংহের জীবনে জুড়ে, তাঁর চরিত্র এবং গল্পক্রমকে ‘ইতিহাস’ হিসেবে চিহ্নিত করে শৌর্যমণ্ডিত রাণার নানান কাজকর্ম পাঠকদের দরবারে উপস্থাপন করলেন - যেমন তার রাজকীয় ভোগবিলাস ছেড়ে নিজের আর রাজ্যের সম্মান রক্ষায় জঙ্গল বাস, বাবা উদয় সিংহের সঙ্গে দ্বন্দ্ব-বিবাদে পিতামহ রাণা সঙ্গের স্তুতি বর্ণন, প্রতাপের পোড়া মাটির নীতি বাস্তবায়ন, কাছোয়া রাজা মান সিংহ আর তার পরিবারের কন্যাদের মুঘল শাহী পরিবারে বিয়ে দেওয়ার ‘পাপের’ জন্যে সেই অপবিত্র কাছোয়া সমাজের সঙ্গে এক পাতে খাওয়ার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা, হলদিঘাটি যুদ্ধে হেরে পালাবার পথে প্রতাপের দিকে ছোট ভাই শক্তি সিংহের সাহায্যের হাত বাড়ানো, আকবর প্রতাপকে ধ্বংস করার চেষ্টা করলেও খারাপ অবস্থায় থেকেও আকবরের প্রতি শিশোদিয় মহানুভবতার প্রকাশভঙ্গী, মেওয়ারের পাহাড় জঙ্গলে পালিয়ে বেড়াবার সময় পরিবারের দুঃখ কষ্ট দেখে শেষ পর্যন্ত আকবরের সঙ্গে শান্তি চুক্তিতে উপনীত হওয়ার সিদ্ধান্ত, আকবরের সভাকবি পৃথ্বীরাজ রাঠোড়ের প্রতাপের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করে রাজপুত বীরত্বের মূল্যবোধ পালন করার অনুরোধ, শেষে প্রতাপের সেনা বাহিনী গড়ে তোলার জন্যে ভামা শাহের সম্পদ দান।

প্রতাপ সিংহের জীবন সংগ্রাম, উপনিবেশ-পূর্ব সময়ের রাজপুত গোত্রগুলোর মহত্ব-গর্ব মুসলমান-বিদ্বেষ, গোষ্ঠীর থাকবন্দীত্ব, অঞ্চল ও পদাধিকারের ব্যবস্থাপনা, বংশ, গোত্রগুলোর মধ্যে সম্পর্ক রাখার প্রথা ইত্যাদিকে আধুনিক জাতিরাষ্ট্রের ছাঁচে ঢেলে সাজালেন টড। ‘এনালস’ তার পাঠককে যে রাজস্থানের পরিচয় করায়, তার সঙ্গে ভাট সম্প্রদায়ের গীতিকবিতার রাজস্থানের ব্যবধান দুস্তর। প্রতাপ সিংহ আর শিশোদিয়া গোত্র বিষয়ে বিশেষ পক্ষপাতিত্বের ধরণ বুঝতে গেলে উপনিবেশে রাজপুত রাজ্য আর উপরাজ্যগুলিকে, ক্ষমতা কাঠামোয় অধীন করানোর ব্রিটিশ প্রচেষ্টা বুঝতে হবে।

প্রাচ্যবাদী ঐতিহাসিক টড ইংরেজি শিক্ষিত পাঠকদের কাছে রাজপুতদের পরিচয় করিয়ে দিলেন এক্সোটিক জাতি হিসেবে। তাদের বীরত্ব, তাদের রোম্যান্স, তাদের জীবনযাত্রা সব কিছুকেই রোমান্টিসাইজ করলেন উপনিবেশের প্রাচ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে। টডের রাজস্থান গাথা এক ঐতিহাসিক চরিত্রে মনের মাধুরী মিশিয়ে প্রাচ্যবাদী গুণাবলী চাপানোর অতি-অত্যুৎকৃষ্ট উদাহরণ। প্রতাপ সিংহের সিংহাসনে ওঠা আর তাঁর গুণ, নাটুকে আকারে পাঠকের সামনে তুলে ধরলেন উপনিবেশিক তাত্ত্বিক কাঠামোয়। প্রতাপ সিংহকে কীভাবে প্রজারা কৌম স্মৃতিতে ধরে রেখেছেন তার ফোলানো ফাঁপানো গল্পও লেখা হল ‘এনালস’এ। বেশ কিছু জায়গায় রাজপুতদের ‘জাতীয়তাবাদী দম্ভ’ বজায় না রাখতে পারা, তাদের প্রধান চরিত্র ‘জাতীয় গৌরব এবং স্বাধীনতা’ ঊর্ধ্বে ধরতে না পারার অভিযোগ এনেছেন, কিন্তু এ সব ব্যতিক্রমী সমালোচনা। জাতি, জাতিরাষ্ট্রের তৈরি করা উপনিবেশিক ধারণা সম্বল করে উপনিবেশপূর্ব সময়ের রাজপুত ইতিহাস বর্ণনা টডের ঔপনিবেশিক প্রাচ্যবাদী মানসিকতার প্রতিফলন।

পরের প্রজন্মের উপনিবেশিক ঐতিহাসিকেরা টডের ‘ইতিহাস’এ তথ্যের ভুল,

উদ্দেশ্যপূর্ণ ভুল তথ্য ব্যবহার ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করলেও তাঁর প্রাচ্যবাদী মানসিকতা, মুসলমান বিদ্বেষ, উপনিবেশিক কুসংস্কার নিয়ে চুপ থেকেছেন বরং সে সব বিনা বাধায় আত্মীকৃত হয়েছে। ভিনসেন্ট স্মিথ ১৯১৭র আকবর 'দ্য গ্রেট মোগুল'এ (Mogul) টডের বই-এর বহু মিথ্যে তথ্য আবিষ্কার করলেও, তিনি 'এনালস' লেখকের পিঠ চাপড়ান রাজপুত মৌখিক পরম্পরাকে বিশ্বাসযোগ্য আঙ্গিকে উপস্থিত করার জন্যে। উপনিবেশিক ঐতিহাসিক দল তাঁর প্রাচ্যবাদী উপনিবেশবাদী মানসিকতাকে কাঠগড়ায় তোলেন না বরং স্মিথ আকবর-প্রতাপ দ্বন্দ্বের বিশদ এনালসের আঙ্গিককে অনুসরণ করেন। স্মিথ লিখছেন, রাণা সিদ্ধান্ত নিলেন বিদেশীর [মুঘল] রক্তের সাথে মিশে তিনি নিজের গোত্রের রক্ত দূষিত হতে দেবেন না; তাঁর মাতৃভূমি স্বাধীন মানুষের বিচরণ ভূমি হল। বহু লড়াইয়ের পরে তিনি সফল হলেন এবং আকবর ব্যর্থ হলেন। রাণা প্রতাপের পরাজয় বিজয়ীর থেকেও মহত্তর - Resolved that his blood should never be contaminated by intermixture with that of the foreigner, and that his country should remain a land of freemen. After much tribulation he succeeded, and Akbar failed. Vanquished, it may be, were greater than the victor.

টডের 'এনালস' উপনিবেশিক আমলে হয়ে উঠল রাজপুতানার 'প্রামাণিক ইতিহাস'। আমলা টডের বয়ানকে প্রামান্য মানলেন ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদেরা। মেওয়ারের শিশোদিয়া গোষ্ঠীর ধারণা, টডের 'এনালস' তাদের গোষ্ঠীরই ইতিহাস। এই যুক্তিতে টডের অনুসরণে লেখা হাজারো প্রাচ্যবাদী, মুসলমান বিদ্বেষী গালগল্প উপনিবেশিক ভারতবর্ষে রূপান্তরিত হয়েছে প্রামাণ্য ইতিহাসে।

যদুনাথ সরকারের টড

এডওয়ার্ড সঈদ বলছেন প্রাচ্যবাদ হল ইওরোপের ভাবনায় প্রাচ্যের সংগঠন, ভাষা, জ্ঞানচর্চা, কল্পনা, মতবাদ, এমনকী উপনিবেশিক আমলাতন্ত্র এবং উপনিবেশিক আঙ্গিক নিয়ে আলোচনার তরিকা। অধিকাংশ সময়ে আধুনিক প্রাচ্যের বহু প্রাচ্যবাদী গবেষক জেনে, না জেনে প্রাচ্যবাদ অনুসরণে প্রাচ্যকে অবদমিত করার পশ্চিমি প্রচেষ্টার সঙ্গী হন। প্রাচ্যবাদের উদ্ভব প্রাচ্যের উপর প্রতীচ্যের আধিপত্য তত্ত্ব প্রতিষ্ঠায়, উপনিবেশিতদের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করায়। প্রাচ্যবাদ হল পূর্বকে পশ্চিমের অবদমিত করার হাতিয়ার। প্রাচ্যবাদ প্রাচ্যের নিজস্ব দৃষ্টিতে প্রাচ্যকে দেখার উৎসাহ দেয় না, বরং প্রাচ্যের বাস্তবতার বাইরে, পশ্চিমি সাম্রাজ্যবাদী জাতিরাষ্ট্রীয় ধ্যানধারণা আর নির্মাণের ওপর দাঁড়িয়ে প্রাচ্যকে, উপনিবেশপূর্ব সময়কে বিশ্লেষণের কথা বলে। প্রাচ্যবাদের অবিচ্ছেদ্য অংশ মুসলমান বিদ্বেষ। অষ্টাদশ শতকে পশ্চিমের এনলাইটেনমেন্টের (নবজাগরণের) যুগটি (যে এনলাইটেনমেন্টের ধারণা টডের মনে স্থায়ী আসন নেবে) প্রাচ্যবাদের ওপর নির্ভর করে মুসলমান বিদ্বেষ আরও স্থায়ী হবে, তাকে নবতম ব্যপ্তি দেবে। প্রাচ্যবাদীরা ইসলামি সভ্যতায় মুসলমান নামের ঠিকঠাক উচ্চারণ না করে 'মহামেডানিজম' তত্ত্ব বিকাশ করে নতুন ধরণের নাম ব্যবহার শুরু করল। প্রাচ্যবাদ, বিশেষ করে টডের মুসলমান বিদ্বেষ নিয়ে যে আলোচনা করলাম, সেই তত্ত্ব ব্যবহার করে আমরা টডের 'এনালস'এ উল্লিখিত প্রতাপ সিংহের চরিত্র এবং তাঁর মুঘল বিরোধিতার অবশ্যম্ভাবী প্রাচ্যবাদী পক্ষপাতিত্বটিকে নির্ণয় করতে পারব।

প্রাচ্যবাদী তাত্ত্বিক হিসেবে টডের প্রাথমিক প্রকল্প ছিল 'এনালস'এর মাধ্যমে ইওরোপিয় শিক্ষিতজনের কাছে ইওরোপিয়দের ইতিহাস চেতনা, ইওরোপিয় ইতিহাসের চেনা ঘটনাবলী, ইওরোপিয় চরিত্র এবং ইওরোপিয় প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রেক্ষিতকে মিলিয়ে রাজস্থান, রাজপুতদের ইতিহাস উপস্থিত করা। ইওরোপিয় ইতিহাসের সঙ্গে তিনি রাজস্থানের ইতিহাসে ঘন-ঘন মিল খুঁজেছেন, টেনেছেন উপযুক্ত যৌথ উপমাও। বুকের মধ্যে প্রাচ্যবাদের তত্ত্ব ধারণ করা সাম্রাজ্য-তাত্ত্বিক হিসেবে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল পাঠকের সামনে ইসলাম বিষয়ে প্রাচ্যবাদপ্রসূত নেতিবাচক এবং বিদ্বেষী ছবি তুলে ধরা। এডওয়ার্ড সঈদ প্রাচ্যবাদ বিশ্লেষণ এবং সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে বলেছেন, ইওরোপিয়দের জীবনে ইসলাম দীর্ঘস্থায়ী ক্ষত। আধুনিক পূর্ব সময়ে অটোমান তুর্কি বা তাতারদের (তুর্কি) ইওরোপিয় সভ্যতার সামনে হুমকি হিসেবে চিহ্নিত করার প্রবণতা ইওরোপিয় জনজীবনের টানাপড়েনের সঙ্গে গভীরভাবে মিশে গিয়েছিল। টড 'এনালস'এ ইওরোপিয় ইসলামোফোবিয়া ধার করে মুঘলদের তাতার বা তুর্কি দুর্ণামে অভিহিত করলেন। টড পরিকল্পিত রাজনীতিতে রাজপুত ইতিহাসের সঙ্গে ইওরোপিয় ইতিহাসের তুলনা টানলেন। আধুনিক প্রাচ্যবাদী ইওরোপিয় ঐতিহাসিকদের মধ্যে অগ্রগণ্য মন্তেস্কু, হিউম, মিলার বা গিবন তাঁর আদর্শ, আশ্রয়। প্রাচীন যোদ্ধা-জাতি ইয়োরোপীয়দের উদ্ভবকে, যোদ্ধা রাজপুতদের উদ্ভবের সঙ্গে মিলিয়ে দিলেন। প্রতাপ সিংহের সঙ্গে মুঘলদের দ্বন্দ্ব তুলনা করলেন ইওরোপিয় ইতিহাসের ঘটনাবলীর সঙ্গে। প্রতাপের মৃত্যুকে তিনি তুলনা করলেন দেশের স্বাধীনতার শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়া কার্থাজিনিয়ানদের সঙ্গে। প্রতাপ সিংহের দেশে মুঘলদের আবির্ভাবকে তুলনা করলেন গ্রিসে বর্বর পারসিক হামলার সঙ্গে। টড বিশ্বাস করেন আরাবল্লি তাঁর এলপাইন, হলদিঘাটি মেওয়ারের থারমোপাইলি, দাওয়ার তার মারাথন There is not a pass in the alpine Aravali that is not sanctified by some deed of Pertap – some brilliant victory, or oftener, more glorious defeat. Halidighat is the Thermophylae of Mewar, the field of Deweir her Marathon।

মুঘল শাসক এবং তাদের আশ্রিত গোষ্ঠীর বাড়িতে মেয়েদের বিয়ে দিয়ে অসম্মানের বহু গল্প 'এনালস'এ উল্লেখ করেছেন টড। এই 'দূষিত প্রথা' রাজপুতদের শেকড় বিচ্ছিন্ন করেছে বলেই প্রতাপ সিংহ পতিত রাজপুতদের রীতিনীতি বর্জন করে ঘৃণিত প্রথায় লিপ্ত রাজপুতদের সঙ্গ ত্যাগ করেন। আমলা টড উপনিবেশপূর্ব ভারতবর্ষীয় মুসলমান শাসকদের বস্তাপচা ভাবমূর্তি নির্মান করে তাতার বা তুর্ক নাম দেন, তাদের আক্রমণকারী, বিজয়ী দাগিয়েদেন। একই সঙ্গে বলেন মুঘলদের কৃষ্টি, রাজপুতদের বিকশিত উন্নত কৃষ্টির তুলনায় নিকৃষ্টমানের। হিন্দুত্ব বা ইসলামকে দুটি আলাদা ধর্মীয় বিশ্বাস হিসেবে গণ্য না করে পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামা আলাদা জাতি, রাষ্ট্র, সভ্যতা হিসেবে চিহ্নিত করার প্রথম যুগের উপনিবেশিক লেখক প্রাচ্যবাদী টড।

টড রীতিমত জীবিত হয়ে উঠলেন বই প্রকাশের একশ বছর পর। উপনিবেশিক ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার 'হিস্ট্রি অব আওরঙ্গজেব'-এর খণ্ডগুলোয় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে টডের উপনিবেশিক প্রাচ্যবাদী রাজপুতানা নির্মাণকে আরও কয়েক পোঁচ রঙ চড়িয়ে উপস্থাপন করবেন। আমরা এই পর্বে শুধু যুদ্ধ-পলাতক এক রাজপুত নায়ককে রাজপুতেরা বিয়ে দিতে অস্বীকার করে, এই রকম মিথ ব্যবহারের একটা মাত্র উদাহরণ দেব। যদিও যদুনাথ সরকার 'হিস্ট্রি অব আওরঙ্গজেব'এর ৫ খণ্ডে কীভাবে টড প্রভাবিত হয়ে মুসলমান

বিদ্বেষ প্রকাশ করেছেন, সেই বিষয় নিয়েই আলাদা বই লেখা যায়।

শাহজাহান অসুস্থ হলে মুঘল সিংহাসনের লড়াই-এর প্রথম যুদ্ধে ধারামাতে আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে দারার বাহিনীর প্রধান সেনাপতি যশোবন্ত সিংহের হেরে রণক্ষেত্র ছেড়ে পালানোকে বীরের জাত রাজপুত বিরোধী কাপুরুষোচিত পদক্ষেপ বলে দাগিয়ে দেন যদুনাথ। যদুনাথ লেখেন যুদ্ধক্ষেত্রকে পিঠ দেখানো যশবন্তর মুখ রাজস্থানীরা দেখে নি, তার স্ত্রী যশবন্তকে কাপুরুষতার জন্যে বাড়িতে ঢুকতে দেন নি, মৃত্যু কামনাও করেছেন।

এই তথ্যের দুটো সমালোচনা উল্লেখ করা যাক। ‘নিউ লাইট অন দ্য ব্যাটল অফ ধারামাত’ প্রবন্ধে করুণা যোশী বলছেন যশোবন্ত যুদ্ধ শেষে আগরা কেল্লার শাহী দরবারে পৌঁছালে দারা, সম্রাট শাহজাহান হেরো সেনাপতিকে ৭০০০ মনসবে বরণ করেন। ফলে যদুনাথের বয়ান যে মিথ্যা, সেটা প্রমান করছেন করুণা। যদুনাথের পাটনায় অধ্যাপনার সহকর্মী-শিষ্য কালিকারঞ্জন কানুনগোও কম প্রাচ্যবাদী ঐতিহাসিক ছিলেন না, তার রেশ কিছুটা তাঁর দারার জীবনীগ্রন্থেও পাই। তিনিও করুণার মত যশবন্ত নিয়ে যদুনাথের প্রাচ্যবাদী বয়ান খারিজ করে বলছেন ‘এইরূপ কোনও কাহিনীর অস্তিত্ব এবং ঐতিহাসিকতা রাজস্থানের আধুনিক খ্যাতনামা ঐতিহাসিকগণ স্বীকার করেন না’।

কালিকারঞ্জন কানুনগো ‘শাহজাদা দারাশুকো’তে লিখছেন, ‘মহারাজা যশোবন্ত তাঁহার হতাবশিষ্ট সামন্তবর্গের সহিত যোধপুরে ফিরিয়া আসিলেন। অতঃপর তাঁহার কি দশা হইল? যশোবন্ত যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়াছেন এই কথা যোধপুর দূরে থাকুক হিন্দুস্তানে কেহ সহজে বিশ্বাস করিতে পারে নাই। এই ঘটনা অবলম্বন করিয়া মুখে মুখে বিবিধ জনরব আগ্রার বাজার পর্যন্ত ছড়াইয়া গিয়াছিল, সামসাময়িক বেসরকারি বৃত্তান্তে উহা ইতিহাসের স্থান দখল করিয়াছে; অথচ এইরূপ কোনও কাহিনীর অস্তিত্ব এবং ঐতিহাসিকতা রাজস্থানের আধুনিক খ্যাতনামা ঐতিহাসিকগণ স্বীকার করেন না। ধর্মাতের যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত কোনও শিশোদীয় রাজকুমারীকে যশোবন্ত বিবাহই করেন নাই; তিনি সমসাময়িক মহারাণা রাজসিংহের ভায়রাভাই, বুন্দীরাজ ছত্রশাল হাড়ার জামাতা, যশোবন্তের শাশুড়ি শিশোদিয়া বংশ-জাতা ছিলেন। এক শিলালিপিতে পাওয়া গিয়াছে বুন্দীরাজ ছত্রশাল হাড়া দেবলিয়ার শিশোদীয় রাবত সিন্হা-র রাজকুমারী নামক কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই স্ত্রীর গর্ভজাতা কন্যা করমেতা বাঈর সঙ্গে যশোবন্তের বিবাহ হইয়াছিল (গৌরীশঙ্কর ওঝা-কৃত যোধপুর রাজ্যকা ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পৃ ৪৩৫ পাদটীকা দ্রষ্টব্য। কবিরাজ শ্যামল দাস (বীর-বিনোদ) গল্পটা একেবারে উড়াইয়া না দিয়া লিখিয়াছেন, ছত্রশাল হাড়ার কন্যাই যোধপুর দুর্গে পলাতক পতিকে প্রবেশ করিতে বাধা দিয়াছিলেন, অথচ কুত্রাপি এই গল্পের সহিত ছত্রশালের কন্যার সম্বন্ধ দেখা যায় না। তিনি এইরূপ আরও কয়েকটি কাহিনীর ঐতিহাসিক “শুদ্ধি” করিয়াছেন; আসলে কিন্তু ইহা এইরূপ গল্পের শুদ্ধি বা বিচার নয়, অভিনব “সৃষ্টি”-যাহার অধিকার ঐতিহাসিকের নাই। পণ্ডিত বিশ্বেশ্বরনাথ রেউ (মারবাড় রাজ্যবর্গ ইতিহাস, প্রথম খণ্ড) ইহা সম্পূর্ণ বর্জন করিয়াছেন)। টড সাহেবের ইতিহাসে শিশোদীয় রানি কর্তৃক যোধপুর দুর্গে যশোবস্তের প্রবেশ নিষেধ; কন্যাকে বুঝাইবার জন্য মেবার হইতে মাতার আগমন ইত্যাদি কাহিনীর পুনরুল্লেখ অন্তত বাঙ্গালাদেশে নিষ্প্রয়োজন’।

‘প্রগতিশীল’ বাংলা সাহিত্য আর টড

কলকাতা-কেন্দ্রিক নবজাগরণী বাবু-বুদ্ধিজীবীরা জেমস টডের 'ইতিহাস' নির্মিত মুসলমান বিদ্বেষে তীব্রভাবে প্রভাবিত। তবে বাংলা সাহিত্যে মুসলমান বিদ্বেষ শুধু টডের অবদান, এমন তথ্য অনৈতিহাসিক। উপনিবেশ তৈরি হওয়ার মাত্র দুই শতাব্দ আগে, টডের মুসলমান বিদ্বেষী 'এনালস' লেখার ৩০০ বছর আগে বাঙালি উচ্চবর্ণ সরকারি চাকরিজীবি দুই ভদ্রবিত্ত ভায়ের মুসলমান বিদ্বেষের উদাহরণ যেমন দেব, তেমনি একই সময়ে এক অভদ্রবিত্তের শহরপত্তনে অসাম্প্রদায়িক মননের সাহিত্যিক উদাহরণও উল্লেখ করব।

আজ থেকে ৫০০ বছর আগে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম, ধর্মে মুসলমান ডিহিদার মামুদ সরীপের হাতে নিগৃহীত হয়ে গ্রাম থেকে উচ্ছেদ হয়েছিলেন। বাংলা সাহিত্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি কবিকঙ্কণ অভদ্রবিত্ত কালকেতুকে দিয়ে দেবীর বরে আর দেবীর দেওয়া সম্পদে শহর গড়ানোর কাজে মুসলমান শ্রমিক স্থপতির সাহায্য নিচ্ছেন, মুসলমান সমাজ এবং অন্যান্য কারিগর, বর্ণ সমাজের বসতি তৈরি করছেন, প্রত্যেককে হাল পিছু জমি দিচ্ছেন, কাজও দিচ্ছেন। মুসলমান সমাজের থাকবন্দীর পেশাদার সম্বন্ধে কবি সশ্রদ্ধ উক্তিও করেছেন। দেবীর বরে কাব্য রচনাকালে অসামান্য অসাম্প্রদায়িক, সংশ্লেষী মনোভাবের পরিচয়ের অন্যতম নায়ক, কালকেতুর প্রণীত রাজ্যে প্রত্যেক পেশার মুসলমান সাগ্রহে স্থান পাচ্ছেন স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় ঠিক যেমন তিনি অন্য জাতি, ভিন্ন পেশাদারকে স্থান দিচ্ছেন। মুসলমান সমাজের বৃত্তি, দৈনন্দিনের কাজকর্ম বর্ণনার অবিদ্বেষী ভাবনা, উপনিবেশ আমলে দ্বিজাতিতত্ত্বের প্রভাবে ছেদ পড়বে। আশ্চর্যের কথা হল, উপনিবেশিক সময়ের ১৯০ বছরে ইওরোপমন্য বাঙালি ভদ্রবিত্ত আমলা হয়েছে মাত্র ১৮৭০এর দশকে, মন্ত্রী হয়েছে বিংশ শতে, ব্রিটিশ দক্ষিণ এশিয়া ছেড়ে যাওয়ার কয়েক দশক আগে। তা সত্ত্বেও ভদ্রবিত্তের মুসলমান বিদ্বেষের যেমন তুলনা নেই, তেমনি অতুলনীয় ইওরোপমন্যতায় ডুবে থাকা বাঙালি ভদ্রবিত্তের ইওরোপের পদপ্রান্তে প্রণতি, যাপন, বুদ্ধিবৃত্তি, ভাষা ও চিন্তা অনুসরণ। এই ছিদ্রেই বাংলা সাহিত্যে টডের প্রবেশ।

শুরুতে কালকেতুর গুজরাট শহর পত্তনের অংশ।

'মুসলমানের আগমন

'কলিঙ্গ নগর ছাড়ি/প্রজা লয় ঘর বাড়ী/ নানা জাতি বীরের নগরে।/ পাইয়া বীরের পান। বৈসে যত মুসলমান/দিলেন পশ্চিমদিক তারে॥/ আইল চড়িয়া তাজি/সৈয়দ মৌলানা কাজি/ খয়রাতে বীর দেয় বাড়ি।/ পুরের পশ্চিম পটি/বোলয়ে হাসান হাটী/ বৈসে কলিঙ্গ দেশ ছাড়ি॥/ ফজর সময়ে উঠি/ বিছায়ে লোহিত পাটী/ পাঁচ বেরি কয়য়ে নমাজ।/ ছোলেমানী মালা করে/ জপে পীর পেগম্বরে/ পীরের মোকামে দেয় সাজ॥/ দশ বিশ বেরাদারে বসিয়া বিচার করে/ অনুদিন কেতাব কোরান।/ কেহ বসিয়া হাটে/ পীরের শীরনি বাঁটে/ সাঁঝে বাজে দগড় নিশান॥/ বড়ই দানিসবন্দ/ না জানে কপট ছন্দ/ প্রাণ গেলে রোজা নাহি ছাড়ি।/যার দেখে খালি মাথা/ তার সনে নাহি কথা/ সারিয়া চেলার মারে বাড়ি॥/ ধরয়ে কম্বোজ বেশ/ মাথাতে না রাখে কেশ/ বুক আচ্ছাদিয়া রাখে দাড়ি।/ না ছাড়ে আপন পথে/ দশ রেখা টুপি মাথে/ ইজার পরয়ে দৃঢ় দড়ি॥/ আপন টোপর নিয়া/ বসিলা গাঁয়ের মিয়া/ ভুঞ্জিয়া কাপড়ে মোছে হাত।/ শেবানি নোহালি পানি / কুড়ানি বিটুনি হুনি/ পাঠান বসিল নানা জাত॥/ বসিল অনেক মিঞা/ আপন তরফ নিঞা/ কেহ নিকা করে কেহ বিয়া।/ মোলানা পড়িয়া নিকা/

দান পায় সিকা সিকা/ দোয়া করে কলমা পড়িয়া॥/ করে ধরি খর ছুরী/ কুকুড়া জবাই করি/ দশ গণ্ডা দান পাই কড়ি/ বকরি জবাই যথা/ মোল্লারে দেই মাথা/ দান পায় কড়ি ছয় বুড়ি॥/ যত শিশু মুছলমান/ তুলিল দলিজখান/ মখদম পড়ান পড়না।/ রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ/ পাঁচালী করিয়া বন্ধ/ গুজরাট-নগর-বর্ণনা॥'

একইসঙ্গে জুড়ব

'মুসলমানদিগের শ্রেণী-বিভাগ

'রোজা নামাজ না করিয়া কেহ হৈল গোলা।/ তাসন করিয়া নাম ধরাইল জোলা॥/ বলদে বহিয়া নাম ধরাল্য মুকোরি।/ পিঠা বেচি কেহ নাম ধরাল্য পিঠারি॥/ মৎস্য বেচিয়া নাম ধরাল্য কাবাড়ি।/ নিরন্তর মিথ্যা কহে নাহি রাখে দাড়ি॥/ হিন্দু হৈয়া মুছলমান হৈল গরসাল।/কেহ রাত্রিকাণা হৈয়া মাগে নিশাকাল॥/ সানা বান্ধিয়া ধরে সানাকার নাম।/ সুন্নৎ করিয়া নাম ধরয়ে হাজাম॥/ পট্টা পরিয়া কেহ ফিরয়ে নগর।/ তীরকব হয়্যা কেহ নির্ম্মাণয়ে শর॥/ কাগজী ধরিয়া নাম কাগজ করিয়া।/ নানা স্থানে বুলে কেহ কলন্দর হৈয়া॥ কাটিয়া কাপড় সিয়ে দরজির ঘটা।/ নেয়াল বুনিয়া নাম ধরয়ে বেনটা॥/ রঙ্গরেজ নাম ধরে রঙ্গণ করিয়া।/ হরিলা হালান নাম কুন্দুর ধরিয়া॥/ গোমাংস বেচিয়া নাম ধরয়ে কসাই।/এই হেতু যমুপুরে তার নাই ঠাঁই॥/ নানা বৃত্তি করিয়া বসিলা মুছলমান।/ অবধান করি হিন্দুর আখ্যান॥ অভয়ার চরণে ইত্যাদি॥'

কবিকঙ্কনের কাছাকাছি সময়ে ১৫১৩য় কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যচরিতামৃত কাব্যে বাংলার সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহের দুই উচ্চপদস্থ আমলা ভাই, দবীর খাস সুলতানের একান্ত সচিব সনাতন গোস্বামী আর অর্থমন্ত্রী সাকর মল্লিক রূপ গোস্বামী সুলতানের অধীনে চাকরি করার জন্য খেদ প্রকাশ করে শ্রীচৈতন্যর কাছে দয়া ভিক্ষা করছেন। বিশ্বকোষ একবিংশ খণ্ড'র ১৪০ পাতার 'সনাতন গোস্বামী' শীর্ষক প্রবন্ধে পাচ্ছি,

'যাহাহউক মহাপ্রভু রামকেলি গ্রামে উপস্থিত হইলেন, চারিদিক হইতে হরিধ্বনির বন্যা-কোলাহল বহিতে লাগিল। গৌড়াধিপ হুসেন শাহ এই অদ্ভূত জনসঙ্ঘ ও হরিধ্বনি শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইলেন। কেশব ছত্রী, শ্রীপাদ সনাতন ও রূপ তখন তাহাকে শ্রীগৌরাঙ্গের আগমন-সংবাদ প্রদান করিলেন। এই সময়ে হুসেন শাহও শ্রীগৌরাঙ্গের অলৌকিক-প্রভাবে অভিভূত হইয়াছিলেন। যাহা হউক, রাত্রিযোগে সনাতন সহোদর রূপকে সঙ্গে লইয়া দীন বেশে মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, ভূমিতে দণ্ডবৎ হইয়া দীনাতিদীনের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন।

'মহা প্রভুর নিকট এই দুই ভ্রাতা যেরূপ দৈন্যসূচক আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, চৈতন্য-চরিতামৃতকার তাহা এই রূপে বর্ণনা করিয়াছেন-

'নীচ জাতি নীচ সঙ্গে করি নীচ কাজ। / তোমার আগেতে প্রভু কহিতে করি লাজ॥ /পতিত তারিতে প্রভু তোমার অবতার। / আমা বই পতিত জগতে নাই আর॥ / আপন অযোগ্যতা দেখি মনে পাই ক্ষোভ। / তথাপি তোমার গুণে উপজয়ে লোভ॥ / বামন যৈছে চান্দ ধরিতে চাহে করে। / তৈছে এই বাঞ্ছা মোর উঠয়ে অন্তরে॥ / ম্লেচ্ছ জাতি ম্লেচ্ছ সঙ্গী করি ম্লেচ্ছ কাম। / গোব্রাহ্মণদ্রোহী সঙ্গে আমার সঙ্গম॥ / মোর কর্ম্ম মোর হাত গলায় বান্ধিয়া। / কুবিষয় বিষ্ঠাগর্ভে দিয়াছে ডাবিয়া॥ / আমা উদ্ধারিতে বলি নাহি ত্রিভুবনে। / পতিত-পাবন বিনে সবে তোমা বিনে॥'

টডের ইসলামোফোবিয়া ছড়ানোর ৩০০ বছর আগে লেখা কাব্যে উল্লিখিত 'পতিত তারিতে' আসা শ্রীচৈতন্যের প্রধানতম পরিকরের উক্তি থেকে পরিষ্কার কী হয় না ব্রিটিশ উপনিবেশিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায়, সুলতানি, নবাবি আমলের থেকে বহু নিচুস্তরে কাজের সুযোগ পেয়েও হিন্দুত্ববাদী, মুসলমানদ্বেষী, অভদ্রলোকবিদ্বেষী, মহিলাদ্বেষী কায়স্থ-ব্রাহ্মণ-বৈদ্য (কাবাব) বাঙালি কেন হিন্দুত্ববাদী, ইওরোপমন্য হয়ে ওঠে? এটা অন্য বিতর্ক, অন্য কোনও দিন হবে। মাথায় রাখতে হবে তখনও টডের আবির্ভাব ঘটে নি, উচ্চতমপদে চাকরি করা ভদ্রবিত্তের রন্ধ্রে রন্ধ্রে মুসলমান বিদ্বেষ ভরা ছিল, উল্টোদিকে ব্যাধ কালকেতু কিন্তু মুসলমান সমাজকে তাঁর নতুন রাজ্যে আমন্ত্রণ জানিয়ে স্থায়ী চাষবাসের জমি দিচ্ছেন।

গোস্বামী ভাইদের বাংলা থেকে বৃন্দাবন অভিবাসনের কারন যে 'গোব্রাহ্মণদ্রোহী' মুসলমান বিদ্বেষ, সে বিষয়ে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, বাংলা সামাজিক ইতিহাস, বাংলা বাঙ্গালির ধর্মতত্ত্বের ইতিহাস চুপ। অথচ এই ভদ্রলোকিয় উচ্চবর্ণের মুসলমান বিদ্বেষী বাস্তবতার ৩০০ বছর পর উপনিবেশিক কাঠামো রক্ষায় টডের প্রবেশ ঘটল 'এনালস' হাতিয়ার হাতে। আমরা শুরুর আলোচনায় দেখালাম কীভাবে প্রতাপ সিংহ এবং রাজপুত গৌরব প্রতিষ্ঠায় মুসলমান বিদ্বেষ ব্যবহার করলেন। টডের রাজপুত চরিত্রচিত্রণ কীভাবে উপনিবেশিক বা জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকদের প্রভাবিত করছে, সে গবেষণায় ঐতিহাসিক নরবার্ট পিবয় চোখে আঙুল দিয়ে বলছেন, টডের 'এনালস' 'উনবিংশ শতাব্দে বাংলার জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এবং জাতীয়তাবাদী কবি, লেখক, নাট্যকারকে সরাসরি প্রভাবিত করেছে এবং কখনও কখনও রাজনৈতিক গতি-প্রকৃতিও নির্ধারণ করেছে'। 'এনালস'এ টড একদিকে ৫৫০ বছরের উপনিবেশপূর্ব রাজত্বের বিরুদ্ধে তীব্র বিষোদগার করেছেন, অন্যদিকে 'হিন্দু'র অতীত মহত্ত্ব, হিন্দুধর্ম আর দর্শনের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করেছেন।

বাংলা সাহিত্যে 'এনালস'এর প্রভাব বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে 'টডের রাজস্থান ও বাঙ্গালা সাহিত্য''র রচনাকার বরুণ চক্রবর্তী লিখছেন, 'টডের 'রাজস্থান' অবলম্বনে যারা বাঙ্গালায় কাব্য, নাটক, উপন্যাস ইত্যাদি রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন, তাঁদের অধিকাংশকেই 'রাজস্থান'এর ১ম খণ্ডে বর্ণিত মেবারের কাহিনীকেই বিশেষ ভাবে অবলম্বন করতে দেখা গেছে। বাঙ্গালা সাহিত্যর ইতিহাসেও এই গ্রন্থখানি একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায় - 'বাংলার আধুনিক জাতীয় ভাবসমূহের দুই-তৃতীয়াংশ এই বইখানি হইতে গৃহীত।'

প্রাচ্যবাদী টডের মুসলমান বিদ্বেষের প্রভাবে 'চারুবার্তা' পত্রিকার ভূতপূর্ব সম্পাদক যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় অনূদিত, অঘোরনাথ বরাটের প্রকাশনায় 'এনালস এন্ড এন্টিকুইটিজ অব রাজস্থান'এর অনুবাদ 'রাজস্থান' প্রকাশিত হয় ১২৯০ বঙ্গাব্দে। ভূমিকায় প্রকাশক টডের ভূয়সী প্রশংসা করে লেখেন, টডের মতো পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের কঠোর পরিশ্রমের ফলে ভারতের অতীত গৌরব সম্পর্কে জানা গেছে।

আবার ব্রিটিশ আমলা কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মিনী উপাখ্যান' কাব্যে বিষয়বস্তু নির্বাচনে গতানুগতিকতা ছেড়ে কেন জেমস টডের 'এনালস'কে বিষয় হিসেবে নির্বাচিত করলেন, সেই কৈফিয়তে বলেছেন - 'এস্থলে ইহাও জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, আমি এতদ্দেশীয় প্রাচীন পুরাণেতিহাস হইতে কোন উপাখ্যান না লইয়া আধুনিক রাজপুত্রেতিহাস হইতে তাহা গ্রহণ করিলাম ইহার কারণ কি? এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে পুরাণেতিহাসে বর্ণিত

বিবিধ আখ্যান ভারতবর্ষীয় সর্বত্র সকল লোকের কণ্ঠস্থ বলিলেই হয়, বিশেষত ঐ সকল উপাখ্যান মধ্যে অনেক অলৌকিক বর্ণনা থাকাতে অধুনাতন কৃতবিদ্য যুবকদিগের উত্তাবৎ শ্রদ্ধাই নহে, এবং এতদ্দেশীয় জনসমাজে বিদ্যাবৃদ্ধির বান্ধব মহানুভবদিগের মতে তদ্রূপ অদ্ভুত রসাশিত কাব্যপ্রবাহে ভারতবর্ষীয় যুবকদিগের অত্যুবর্বর চিত্তক্ষেত্র প্লাবিত করা কর্তব্য নহে। পরন্তু ভারতবর্ষের স্বাধীনতার অন্তর্ধান কালাবধি বর্তমান সময় পর্যন্তেরই ধারাবাহিক প্রকৃত পুরাবৃত্ত প্রাপ্তব্য। এই নির্দিষ্ট কালমধ্যে এদেশের পূর্বতন উচ্চতম প্রতিভা ও পরাক্রমের যে কিছু ভগ্নাবশেষ, তাহা রাজপুতানা দেশেই ছিল। বীরত্ব, ধীরত্ব, ধার্ম্মিকত্ব প্রভৃতি নানা সদগুণালঙ্কারে রাজপুতেরা যে রূপ বিমণ্ডিত ছিলেন, তাহাদিগের পত্নীগণও সেইরূপ সতীত্ব, সুধীত্ব এবং সাহসিকত্ব গুণে প্রসিদ্ধ ছিলেন। অতএব স্বদেশীয় লোকের গরিমা প্রতিপাদ্য পদ্য পাঠে চিত্তাকর্ষণ এবং তদ্দৃষ্টান্তের অনুসরণে প্রবৃত্তি প্রধাবন হয়, এই বিবেচনায় আমি উপস্থিত উপাখ্যান রাজপুত-ইতিহাস অবলম্বন পূর্বক রচিত করিলাম।' অর্থাৎ নিছক রস-চর্চা নয় স্বাদেশিক চেতনার বশবর্তী হয়েই কবি রাজপুত কাহিনিকে তার কাব্যের বিষয়বস্তু রূপে নির্বাচিত করেছিলেন, সে বিষয়টি পরিষ্কার।

বলা বাহুল্য, রাজপুতানার ইতিহাস কী শুধু হিন্দু, রাজপুত রাজা আর মুসলমান সুলতান বা সম্রাটের দ্বন্দ্বের ইতিহাস? তাতো না, রাজপুৎ গোত্রদের মধ্যেও যুদ্ধের ইতিহাস, রাজপুত-মারাঠাদের লড়াইএরও ইতিহাস দীর্ঘকালের। কিন্তু ঐতিহাসিক, রাজনীতিক, সাহিত্যিকেরা বেছে নিলেন রাজপুতের সঙ্গে মুসলমান রাষ্ট্রপ্রধানের দ্বন্দ্বের ইতিহাস। তাই বাংলা কাহিনি কাব্যের উপনিবেশিক ধারার সূচনায় একদিকে যেমন বাঙালি হিন্দুর চিত্ত রাজপুত বীরত্বকে মহিমান্বিত মূর্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইল, অন্যদিকে মুসলমানকে দেখল আক্রমণকারী শত্রুর ভূমিকায় - অথচ রাজপুতকে রাজপুত বা মারাঠা বা অন্য রাজ্য আক্রমনে তার কোনও বক্তব্য নেই। প্রকৃতপক্ষে রঙ্গলাল মুসলিম গৌরব বা বীরত্বকাহিনিকে এদেশীয় ভাবেননি, তাই 'পদ্মিনী উপাখ্যান' কাব্যের ভূমিকায় মুসলমানের অস্তিত্ব নেই। জেমস টডের 'রাজস্থান' প্রকাশিত হলে পরাধীন বাঙালি হিন্দুর মানসক্ষেত্রে যে আলোড়ন তৈরি করেছিল 'পদ্মিনী উপাখ্যান'এ তার প্রথম পরিচয় বিদ্যমান। এ-কাব্যের বেশ কিছু পঙক্তি এক সময় এদেশে দেশাত্মবোধ জাগিয়েছিল। যেমন,

'স্বাধীনতা-হীনতায়/কে বাঁচিতে চায় হে,/কে বাঁচিতে চায়?/দাসত্ব-শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে,/কে পরিবে পায়।/কোটিকল্প দাস থাকা/নরকের প্রায় হে, নরকের প্রায়!/ দিনেকের স্বাধীনতা, /স্বর্গসুখ-তায় হে,/স্বর্গসুখ তায়!'

'স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে' স্তবকে কবির মনোভাব যতই স্বদেশীয়ানায় ভরা হোক না কেন, বিদেশি শাসকের রোষ-দৃষ্টিতে সেই মনোভাবের অভিব্যক্তি স্বতঃস্ফূর্ততা ও স্বাভাবিকতা পায়নি। সমসাময়িক সময়ের স্বাধীনতা যুদ্ধ (১৮৫৭) যাকে উপনিবেশিক ইতিহাস 'সিপাহি বিদ্রোহ' আখ্যা দিয়েছে, মেকলের নির্দেশমূলক শিক্ষায় শিক্ষিত উপনিবেশিক বাঙ্গালির সংবেদনশীল চিত্তে আলোড়ন জাগায় নি বরং স্বাধীনতা যুদ্ধকে রঙ্গলাল তীব্র অভিসম্পাত দিয়েছেন।

এই ধরনের মানস-বিকারের প্রকাশ ঘটেছে কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মধ্যেও। তিনি দিল্লির যুদ্ধে লিখছেন 'একেবারে মারা যায় যত চাঁপদেড়ে (দাড়িওয়ালা)/হাঁসফাঁস করে যত প্যাঁজ (পিঁয়াজ) খোর নেড়ে'। 'পাকা দাড়ি পেট মোটাভূড়ে/রোদ্র গিয়া পেটে ঢোকে নেড়া

মাথা ফূড়ে/কাজি কোল্লা মিয়া মোল্লা দাঁড়িপাল্লা ধরি/কাছা খোল্লা তোবাতাল্লা বলে আল্লা মরি'। কবিতায় চরম মুসলিম বিদ্বেষ প্রকাশ পেয়েছে।শুধু তাই নয় ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত স্পষ্টতই ব্রিটিশ কোলাবরেটর ছিলেন বলেই 'কাবুলের যুদ্ধ' কবিতায় লিখেছিলেন 'দুর্জয় যবন নষ্ট,/ করিলেক মান ভ্রষ্ট/সব গেল ব্রিটিশের ফেম।/শুকাইল রাঙা মুখ/ইংরাজের এত দুখ,/ফাটে বুক হায় হায় হায়'।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মত রঙ্গলালও ব্রিটিশের বিজয়ে উল্লাস প্রকাশ করেছেন। একদিকে স্বাধীনতা-হীনতায় দুঃখ প্রকাশ, অন্যদিকে যারা স্বাধীনতা হরণ করে তাদের প্রতি অনুকূল মনোভাব, রঙ্গলালের এই স্ববিরোধী মানসিকতাই তাঁকে স্বাধীনতার যথার্থ অর্থবোধে অস্পষ্ট করে তুলেছে। 'তার কাব্যে 'স্বাধীনতা-হীনতার' কথা আছে, তা উল্লেখযোগ্য সন্দেহ নেই। তবে কোনও কোনও সমালোচক যে এ কথা ইংরেজের বিরুদ্ধে উত্থাপনের আহ্বান বলে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন, তা সম্ভবত কষ্টকল্পনা। কেননা রঙ্গলালের যবন নিধনের গান বিশুদ্ধ মুসলিম-বিদ্বেষ পূর্ণ। কাব্যের মাধ্যমে ইংরেজের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার সচেতন অথবা অচেতন প্রয়াস রঙ্গলালের ছিল - এরকম প্রমাণ কাব্য ইতিহাসে মেলে না। মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান তাঁর, 'আধুনিক বাংলা কাব্যে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক' বইতে বলছেন 'পদ্মিনী উপাখ্যান' কাব্যের শেষে তিনি ইংরেজের কৃপা ভিখারী।'

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান 'পদ্মিনী উপাখ্যান' প্রসঙ্গে লিখেছেন, '১৮৫৭ সালে প্রকাশিত রঙ্গলালের 'পদ্মিনী উপাখ্যান' কাব্যের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে হিন্দু জাতীয়তার বীজ রোপিত হলো। হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের পরিবর্তনের যে সূচনা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের খন্ড কবিতায় লক্ষ্য করা যায় রঙ্গলালের কাহিনি-কাব্য তারই অবনতিমুখীরূপ। রঙ্গলালের উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজি শিক্ষিত নব্য হিন্দু যুবকদের হিন্দু ঐতিহ্য সচেতন করে তোলা। এই প্রয়োজনে তিনি হিন্দু বীরের মাহাত্ম্য কীর্তন করতে চেয়ে ঐতিহাসিক ও অনৈতিহাসিক মুসলমান চরিত্র মসীবর্ণে-চিত্রিত করেন।' [মহাম্মদ মনিরুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১] ১৮৫৭-র স্বাধীনতা যুদ্ধে হিন্দু-মুসলিম সম্মিলিত বাহিনীর শোচনীয় পরাজয়ে ভারতবর্ষে আনুষ্ঠানিকভাবে মুসলিম শাসনের অবসান ঘটে। মুসলমান সমাজের সচেতন অংশকে এ পরাজয়ের ঘটনা দিশাহারা করে তুলেছিল। একদিকে পরাধীনতার কবলে আত্মসমর্পণ অন্যদিকে অনগ্রসর সমাজ - এই প্রোপটে প্রকাশিত হয় 'পদ্মিনী উপাখ্যান'। প্রকৃতপক্ষে রঙ্গলাল এ কাব্যে, 'এককালের শাসক মুসলমানদের সম্পর্কে তার অন্তর্জ্বালা ব্যক্ত করেছেন। তিনি বাংলা কাহিনী কাব্যের আধুনিক ধারার সূচনায় বাঙালী হিন্দুর চিত্তে রাজপুত বীরত্বকে মহিমান্বিত প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন।'

এই কারণেই মুসলিম গৌরব বা বীরত্বকে তিনি এদেশীয় বলে ভাবেননি। ফলে 'পদ্মিনী উপাখ্যান' কাব্য বিচারে সার্থক না হলেও মুসলমান বিদ্বেষের জন্যে বারবার উদ্ধৃতিযোগ্য। রঙ্গলালের এই কাব্যে স্বাধীনতাহীনতার যে কথা আছে সেটা মুসলমান বিরুদ্ধে বলা হয়েছে। জেমস টডের 'রাজস্থান' থেকে কাহিনি আহরণ করে কবি রাজপুত জাতির স্বাধীনতা স্পৃহার সঙ্গে প্রতিপক্ষ আলাউদ্দিনকে নারীলোলুপ, আক্রমণকারী হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আলাউদ্দিনের প্রতি ভীমসিংহের উক্তিতে সমগ্র মুসলমান জাতির প্রতি কবির বিদ্বেষ নগ্নভাবে প্রকাশ পেয়েছে,

'দারুণ দুর্নীতি দুষ্ট দুরাত্মা দনুজ/সাধে যবনেরে হিন্দু না বলে মনুজ!/অধার্মিক

বিশ্বাসঘাতক দুরাচার।/সকল জাতের প্রতি ঘোর অহঙ্কার॥/কপট লম্পট শঠ পাতক পুলক।/ন্যায়ান্যায় বোধহীন বিষম বঞ্চক।'

'ভারতের শোভা সৌন্দর্য, ভারতীয় নারীর মর্যাদা মুসলমানেরা হরণ করেছে - সুতরাং মুসলমানদের এ-দেশে স্থান নেই।' তাই রঙ্গলাল লিখলেন,

'যেই দুষ্ট দুরাশয় হরিল এসব।/ তোমরা তাহার জাতি, জাতিগোত্র ভব॥/হাজার মঙ্গল ব্রতে হয়ে এসো ব্রতী।/বিধাস না হবে আর তোমাদের প্রতি।'

'পদ্মিনী উপাখ্যান'এর মূল আখ্যানাংশে মুসলমান বিদ্বেষ অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। মুসলমান শক্তি কীভাবে হিন্দুর বিচ্ছিন্নতার সুযোগে এদেশে প্রভুত্ব স্থাপন করেছিল, সেই বর্ণনা বিশেষ যুযোপযোগী হলেও কাব্যের পক্ষে হানিকর। কিন্তু এই বিদ্বেষ দিনের পর দিন আরও প্রকাশ্য, আরও প্রস্ফূটিত।

রঙ্গলালের কাব্য 'কর্মদেবী'ও (১৮৬২) টড-মার্কা রাজপুত-'ইতিহাস' কাহিনি। বর্ণনাবহুল ভাষা, অলংকার ব্যবহার হয়েছে মাইকেল মধুসূদনের কাব্য আঙ্গিক অনুকরণে। হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকার সম্পাদক কৃষ্ণদাস পাল 'কর্মদেবী'র ভূয়সী প্রশংসা করেন সরল কাহিনি আর সহজ প্রকাশভঙ্গির জন্য। রামগতি ন্যায়রত্ন এবং 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকার সম্পাদকও প্রশংসা করেন। কেবল 'রহস্য সন্দর্ভের' সমালোচনায় শব্দ ব্যবহার, ছন্দ ও 'রাজস্থানীয় স্ত্রী লোকগণ কোন কোন স্থলে স্বদেশীয় মহিলাগণের ন্যায় বর্ণিতা' হবার নিন্দা করা হয়। শেষ নিন্দার জবাবে মন্মথনাথ যোষ বলেন, 'রাজপুত ও বাঙ্গালী যে একই জাতি, তাহাদের সভ্যতা ও নৈতিক আদর্শ যে এক, তাহা রঙ্গলালই প্রথমে আমাদিগকে হৃদয়ঙ্গম করাইয়াছেন, এজন্য আমরা কবির নিকট চিরকৃতজ্ঞ' (মন্মথনাথ ঘোষ, রঙ্গলাল', কলকাতা, ১৯৩৬, পৃ. ৩০৫)। বলাই বাহুল্য, এই 'এক জাতি' অর্থ হিন্দুজাতি এবং 'বাঙালী' অর্থ বাঙালি হিন্দু। এ কাব্যে মুসলিমরা অভারতীয় এবং তাদের উদ্দেশ্যে কবি রঙ্গলালের শেষ নির্দেশ - 'দ্রুতবেগে সিন্ধুপারে কর পলায়ন॥/ধন আশে পুন আর এসোনা এদেশে,/যদি এস প্রতিফল পাবে তার শেষে।/সেলাম করিয়া পদে পাঠান পালায়॥'

১৮৬৮ সালের 'শূরসুন্দরী' কাব্যে রঙ্গলাল রাজপুত নারীর সতীত্ব তেজ প্রমান করতে মুঘল সম্রাট আকবরকে লম্পট এবং নারীত্বের কাছে অপমানিত, পরাজিত ও ক্ষমপ্রার্থী পুরুষ হিসেবে উপস্থিত করেছেন। এ কাব্যের কাহিনি সূত্রও রঙ্গলাল টডের 'রাজস্থান'। কবি স্থানে স্থানে টডের রচনার অবিকল অনুবাদ করেছেন এবং কোথাও কোথাও টডের উপাদানকে বাড়িয়েছেন। 'শূরসুন্দরী'জুড়ে টডের অদৃশ্য উপস্থিতি আর তার মুসলমান বিদ্বেষের প্রত্যক্ষ্য উপস্থিতি দৃশ্যমান। কবির মতে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের স্বরূপ - 'তৈল যথা তোয় সংমিলিত নহে।/হবি যথা অনল পরশ পেয়ে দহে॥/ভুজঙ্গের প্রতি যথা বিরাগী নকুল।/ হিন্দু-মুসলমানেতে হেন ভাব প্রতিমূল।' অর্থাৎ, তেলে-জলে যেমন মেশেনা কখনো, তেমনই হিন্দু, মুসলমান সম্পর্কও মেলার নয়। সামাজিক পরিসরে দুজনেই একে অপরের অহি-নকুল।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে জাতীয়তাবাদের চর্চা দীর্ঘকালের এমন কী সেই জাতীয়তাবাদ রবীন্দ্রনাথ, পরে অবনীন্দ্রনাথ, সরলা দেবী ইত্যাদিকে বাল্য বয়স থেকেই বিপুলভাবে প্রভাবিত করে। জ্যোতিদাদা ছিলেন তাঁর বাল্যের নায়ক। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখছেন- 'হিন্দু মেলার পর হইতে আমার মনে হইত- কি উপায়ে দেশের প্রতি লোকের

অনুরাগ ও স্বদেশপ্রীতি উদ্বোধিত হইতে পারে। শেষে স্থির করিলাম, নাটকে ঐতিহাসিক বীরত্ব গাথা ও ভারতের গৌরবকাহিনী কীর্তন করিলে হয়ত কতকটা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে।' (জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন স্মৃতি, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, পৃ: ১৪১)। ঠাকুরবাড়িতে টডের অবস্থান হয়েছে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটক সূত্রে।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের যুক্তি দেশবাসীর স্বদেশিক চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করতে সাহিত্যে অতীতের বীরত্ব ব্যাঞ্জক ঘটনা বা বীর চরিত্র ব্যবহার স্বদেশবাসীকে জাগ্রত করবে। জাগরণের সূতিকাগার হল ইংরেজ সরকারের গোয়েন্দা বিভাগ কর্মচারী জেমস টডের 'এনালস'এর মুসলমান বিদ্বেষ। সমালোচকদের বক্তব্য পরাধীন বাঙ্গালির কাছে টডের 'ইতিহাস'এর রাজপুতেরা ত্রাতা হয়ে এলেন। ১৭৬৩ থেকে বাংলায় শুরু হওয়া গ্রামীন ফকির-সন্ন্যাসী আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন উপনিবেশিক ভদ্রবিত্ত বাঙালি টডের প্রভাবে প্রভাবিত। তারা চাকরি, দালালি বাঁচাতে ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামকে দূরে ঠেলে নজর দিলেন দূরের রাজপুতানার রাজাদের তথকথিত স্বাধীনতা রক্ষায় লড়াই বর্ণনায়। এর ফলে দুটো কাজ হল, প্রথমত হিন্দুত্ববাদী ব্রিটিশ সরকারের গলায় গলা মিলিয়ে মুঘল বিরোধিতা আর মুসলমানবিরোধিতায় ধোঁয়া দেওয়া হল, দ্বিতীয়ত বাংলার ব্রিটিশ বিরোধী লড়াই নিয়ে সাহিত্য করা খুবই সমস্যার, উপনিবেশিক শাসকদের রোষে পড়ার আশংকা থেকে যায়।

বাংলায় লেখা প্রথম উপনিবেশিক নাটক মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'কৃষ্ণকুমারী'র বিষয় ধার করা হল টডের 'এনালস' থেকে। মাইকেল স্বয়ং লিখছেন The plot is taken from Tod, Vol I, p 461। টড অনুপ্রাণিত বাংলার দ্বিতীয় নাটক গিরীশচন্দ্র সেনের 'আনন্দরহো'। এর পরের নাটক আলাউদ্দিনের দ্বিতীয়বার চিতোর আক্রমন এবং রাজা লক্ষ্মণ সিংহ'র কন্যার বলিদান নিয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সরোজিনী বা চিতোর-আক্রমণ নাটক'। ১৮৭৯ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তৃতীয় নাটক 'অশ্রুমতী' উৎসর্গ করলেন অনুজ রবীন্দ্রনাথকে। বরুণ কুমার চক্রবর্তী 'টডের রাজস্থান ও বাঙ্গালা সাহিত্য' বইতে বলছেন 'মহারাণা প্রতাপসিংহ বিষয়ে নাটকে যা বর্ণিত হয়েছে, সে বিষয়ে নাট্যকার টডের 'রাজস্থানে' বর্ণিত তথ্যাদির প্রতি ঘনিষ্ঠ আনুগত্য দেখিয়েছেন লক্ষ্য করা যায়। তিনি বলছেন নাটকের সূত্রপাতে নাট্যকার 'রাজস্থান' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন There is not a pass in the alpine Aravali that is not sanctified by some deed of Pertap – some brilliant victory, or oftener, more glorious defeat. Halidighat is the Thermophylae of Mewar, the field of Deweir her Marathon।

'অশ্রুমতী'তে দেখি মুসলিম বিদ্বেষ। নাটকে সৈন্যরা শপথ নিচ্ছে, 'আজ আমরা যুদ্ধে প্রাণ দেব, চিতোরের গৌরব রক্ষা করব, মুসলমান রক্তে আমাদের অসির জ্বলন্ত পিপাসা শান্ত করব' ইত্যাদি (অশ্রুমতী : জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নাটক সমগ্র, সাহিত্য সংসদ,২০০২, পৃষ্ঠা ১১৩)। 'অশ্রুমতী' নাটক রচনার অভিপ্রায় প্রসঙ্গে বলছেন 'মহারাণা প্রতাপসিংহকে আমি আরাধ্য দেবতার ন্যায় ভক্তিশ্রদ্ধা করিয়া থাকি। তাঁহার বীরত্ব, তাঁহার মহত্ত্ব, তাঁহার সহিষ্ণুতা, তাঁহার কুলনিষ্ঠা, তাঁহার দেশভক্তি আমাদের আদর্শস্থল। চরিত্রের এই উচ্চ আদর্শ বঙ্গবাসীর সম্মুখে অর্পণ করাই এই নাটক রচনার একমাত্র উদ্দেশ্য।'

বাংলা তথা ভারতের ইতিহাস তৈরি হয়েছে টডের মত কোম্পানির আমলাদের ঔরসে, উপনিবেশিক গালগল্প নামক ইতিহাসচর্চায়। টডের দোহাই দিয়ে, তারই প্রভাবে যে

রাজপুত প্রীতি (সঙ্গে মারাঠা আর শিখ সাম্রাজ্যবাদও পড়তে হবে, বাঙালির মারাঠা-শিখ চর্চার জনক টড না হলেও টডেরেই অনুকরণে তৈরি হয়। মাথায় রাখতে হবে শিখ আর গুর্খা রেজিমেন্ট না থাকলে ১৮৫৭র রণে ব্রিটিশদের হেরে পালাতে হত) যে ইসলামবিদ্বেষী চর্চার সূত্রপাত আমাদের ভদ্রলোকিয়া পূর্বপুরুষেরা করে গেছেন, তার ভাবজগতের মূর্তিগুলো আজ যদি না আমরা ভাঙতে পারি, তাহলে সামনের লড়াই সে রাজনৈতিক হোক, সামাজিক হোক কোনোটাতেই এক পাও এগোনো যাবেনা।

আবার ফিরি যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের টডের অনূবাদে, অঘোরনাথ বরাটের প্রকাশনায় 'রাজস্থান' আলোচনায়। 'রাজস্থান'এর দুটি খন্ড। প্রথম খণ্ডে মেবার এবং দ্বিতীয় খন্ডে মারওয়ার, বিকানীর, কোটা, বুন্দি, জয়সলমির ও মরুভূমির বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে। 'রাজস্থান' অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়। ১৯০৬ সালের মধ্যে একাধিক সংস্করণ প্রকাশ হয়। প্রকাশক অঘোরনাথ বরাট টডের-স্তুতিতে লিখছেন- 'মহাত্মা কর্ণেল টড ভিন্ন দেশীয় ও ভিন্ন জাতীয় হইয়াও যেরূপ কঠোর পরিশ্রম, অপরিসীম অধ্যাবসায় মহৎ আত্মত্যাগ এবং অন্যান্য সাধারণী অনুসন্ধিৎসা সহকারে ভারতবর্ষীয় পতিত আর্য্যবীরগণের কীর্তিকলাপ সমুদ্ধার করিয়াছেন, তাহা ভাবিতে গেলে হৃদয় সহসা বিমল কৃতজ্ঞতারসে অভিসিঞ্চিত হয় এবং স্বজাতি ও বিজাতি ভুলিয়া ভক্তিরূপ প্রসূনমালা লইয়া তাহাকে দেবভাবে পূজা করিতে অগ্রসর হয়। যদি তিনি এই ভারতক্ষেত্রে পদার্পণ না করিতেন, তাহা হইলে ভারতের প্রাচীন কীর্তি উদ্ধৃত হইত কিনা, তাহা কে বলিতে পারে?'

যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রাজস্থান'এর আগে, পরে টড অবলম্বনে অজস্র ইতিহাসমূলক রচনা রচিত হয়েছে। ১৮৮২ সালে লেখা হয়েছে রজনীকান্ত গুপ্তর 'আর্য্য কীর্তি'। রাজপুত কর্তব্যপরায়ণতার উদাহরণ দিতে গিয়ে রজনীকান্ত গুপ্ত লিখছেন, 'আজ এই মহান স্বার্থত্যাগ ও মহীয়সী তেজস্বীতার গৌরব বুঝিবে কে? বাঙ্গালী! তুমি ভীরু। প্রকৃত তেজস্বীতা আজও তোমার হৃদয়ে প্রবেশ করে নাই। তুমি আজও প্রকৃত স্বদেশ হিতৈষিতার মহান ভাব বুঝিতে পার নাই'।

১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে এধরণের আরো একটা বই পাচ্ছি, নাম- 'কীর্ত্তিমন্দির বা রাজপুত-বীর-কীর্ত্তি' রচয়িতা যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ। বইএর উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন, 'হিন্দু যবন বিদ্বেষে ভারতের কি দুর্দশা ঘটিয়াছে এবং ইহা চিরস্থায়ী হইলে এই দুর্দশা অনন্তকাল স্থায়ী হইবে, ইহা প্রতিপন্ন করাই এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য'।

১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে রচিত, সতীশচন্দ্র মিত্রের 'প্রতাপসিংহ' টড থেকে উপাদান সংগ্রহ করা। লেখক টড-প্রশস্তিতে বলছেন- 'বর্তমান যুগে মহাত্মা টডই রাজপুতানার জেনোফন বা থুকিডিসিস। ..বাঙ্গালী এবং বাঙ্গলা ভাষা মহাত্মা টডের নিকট আরো ঋণী। বাঙ্গালীর যাহা সম্পত্তি, বর্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের যাহা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বাঙ্গালাদেশের সেই সাহিত্য ও ইতিহাসের বোধহয় এক-চতুর্থাংশ পুস্তকের অনেক উপকরণই মহাত্মা টডের গ্রন্থ হইতে গৃহীত'।

১৩১৯-বঙ্গাব্দে প্রকাশিত সীতানাথ চক্রবর্তীর 'সরোজ সুন্দরী' উপন্যাসের বিজ্ঞাপনে বলা হচ্ছে- 'রাজস্থানাদি পুরাবৃত্তাবলম্বনে প্রাচীন আর্য্যকীর্তি প্রচার তাদৃশ মহৎ জাতির গৌরব ঘোষণা, রাজপুত বীরকেশরীগণের বীরকীর্তি প্রদর্শন করাই ইহার উদ্দেশ্য'। ১৩০৫-এর হারাণচন্দ্র রক্ষিতের তিন খন্ডের 'মন্ত্রের সাধন' উপন্যাসে সম্রাট আকবরের

পৃথ্বীরাজ পত্নীর শ্লীলতাহানির চেষ্টার বিষয়ে জানাতে গিয়ে লেখা হচ্ছে- 'জগৎজোড়া যার নাম- 'দিল্লিশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা'- বলিয়া যিনি হিন্দু-মুসলমানের নিকট সমান শ্রদ্ধা পাইয়া থাকেন,- সত্যের অনুরোধে আজ তাহার কলংক-কালিমা, এই কাব্য চিত্রে ঢালিতে হইল। এ কলঙ্ক দুরপনেয়, তাই উপেক্ষা করিতে পারিলাম না'।

আরও এক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'নির্মাল্য' পত্রিকার সম্পাদক, রাজেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের 'রাজমঙ্গল' কাব্য। কবি নবীনচন্দ্র সেনের প্ররোচনায় কাব্য রচনা। সে যুগে 'পলিটিক্যাল থিওলজি'র সন্ধানরত আদি-জাতীয়তাবাদী সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'রাজমঙ্গল' কাব্য প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন - 'বাঙ্গালা সাহিত্যে রাজনৈতিক কোনো কাব্য নাই, ইহা নূতন উদ্যম, এ যুগে রাজনৈতিক কাব্যের একান্ত প্রয়োজন'। তারই সম্পাদনায় 'বেঙ্গলি' পত্রিকায় ১৯০১ সালের, ১০ই আগস্ট কাব্যগ্রন্থর ইংরেজি রিভিউ লেখেন স্বয়ং সম্পাদক।

রাজনৈতিকভাবে রাম-ময় সঙ্ঘীয় হিন্দুত্ববাদী বর্তমানে স্মরণ করা প্রয়োজন বিপিনবিহারী নন্দীর 'সচিত্র সপ্তকান্ড রাজস্থান' (১৩১৮ বঙ্গাব্দ)। টড প্রসঙ্গে তার মত - 'যদি মহাত্মা টড ভারতবর্ষে না আসিতেন, যদি হিন্দু বীরগণের চরিত্র মাহাত্ম্য দর্শনে তাঁহার প্রাণ উদ্বেলিত না হইত, তাহা হইলে আমরা রাজস্থানের নাম পর্যন্ত শুনিতাম কিনা, তাহাও সন্দেহস্থল।' তাই তিনি টডের মহাগ্রন্থকে রামায়ণ, মহাভারতের মত মহাকাব্যিক গৌরব দান করতে চেয়েছিলেন 'মহাকবি কৃত্তিবাস ও কাশীরাম দাস যদি সরল সুন্দর সুললিত ছন্দে বঙ্গ ভাষায় রামায়ণ, মহাভারত না লিখিতেন, তাহা হইলে উক্ত মূল্যবান গ্রন্থদ্বয়ও বেদ উপনিষদের মত বাঙ্গালীর স্বপ্নের জিনিস হইয়া থাকিত।'

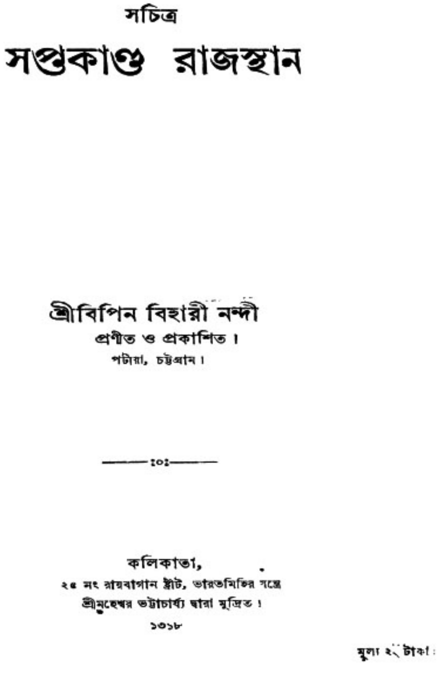
সচিত্র
সপ্তকাণ্ড রাজস্থান

শ্রীবিপিন বিহারী নন্দী
প্রণীত ও প্রকাশিত।
পটীয়া, চট্টগ্রাম।

——:০:——

কলিকাতা,
২৫ নং রায়বাগান ষ্ট্রীট, ভারতমিহির যন্ত্রে
শ্রীমহেশ্বর ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।
১৩১৮
মূল্য ২৲ টাকা।

বঙ্কিমও 'রাজসিংহ' উপন্যাসের কাঠামো নির্মাণে টডের কাছে গভীরভাবে ঋণী। মূলতঃ দুটি উপাত্ত তাকে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে - আওরঙ্গজেবের পাঠানো জিজিয়া করের ফরমান আর আওরঙ্গজেবের রূপকুমারীকে বিয়ের অভিপ্রায়। বঙ্কিম নিজেই তার উপন্যাসের উপাদান হিসেবে ঐতিহাসিক সূত্র হিসেবে টডের বইয়ের কথা 'রাজসিংহ'র চতুর্থ সংস্করণের বিজ্ঞাপনে দিয়েছিলেন। নিজমুখে যে 'রাজসিংহ'কে উনিশ শতকীয় হিন্দুত্বের কুলপুরোহিত বঙ্কিম তার একমাত্র ঐতিহাসিক উপন্যাস বলছেন, তার উপাদান সম্পর্কে আবার নিজেই লিখছেন

- 'উপন্যাসের ঔপন্যাসিকতা রক্ষা করিবার জন্য কল্পনা প্রসূত অনেক বিষয়ই গ্রন্থমধ্যে সন্নিবেশিত করিতে হইয়াছে। উপন্যাসে সকল কথা ঐতিহাসিক হইবার প্রয়োজন নাই।' অনৈতিহাসিকতার উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, বঙ্কিম রূপনগরের রাজকুমারীকে 'চঞ্চলকুমারী' বলে অভিহিত করেছেন। ঐতিহাসিকভাবে তার প্রকৃত নাম ছিল চারুমতী। এই চঞ্চলকুমারীর উক্তিতে- উপন্যাসটির ৩য় খন্ডের ১ম পরিচ্ছেদে বলানো হয়েছে- 'তুই কি মনে করেছিস যে, আমি দিল্লীতে গিয়া মুসলমান বানরের শয্যায় শয়ন করিব? হংসী কি বকের সেবা করে... দিল্লীর পথে বিষ খাইব?' এই 'মুসলমান বানর'-এর রেফারেন্স পয়েন্ট (Monkey faced Barbarian) বঙ্কিম পেয়েছেন টডের মহাগ্রন্থ রাজস্থান থেকেই। রাজসিংহের রচনার উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে বঙ্কিম ছিলেন স্পষ্টভাষী, তাই লিখেছেন- 'হিন্দুদিগের বাহুবলই আমার প্রতিপাদ্য। উদাহরণস্বরূপ আমি রাজসিংহকে লইয়াছি'।

আরেক টড অনুগামী নাট্যকার 'মেবার পতনে'র রচয়িতা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ইতিহাসচেতনা প্রসঙ্গে, সুকুমার সেন তার বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসের দ্বিতীয় খন্ডে বলেছেন- 'কি ঘটনা বিন্যাসে কি নামকরণে কি সংলাপে কি চরিত্র চিত্রণে দ্বিজেন্দ্রলাল ইতিহাসের বিন্দুমাত্র মর্যাদা রাখেন নাই।'

মাথায় রাখতে হবে কেবল জ্যোতিরিন্দ্রনাথই ঠাকুরবাড়ির একমাত্র কুশীলব নন যিনি টড অবলম্বনে বাঙালিকে রাজপুত-পৌরুষের আলোতে হিন্দু জাতীয়তাবাদের পাঠ শেখাতে নেমেছিলেন। বাঙালির প্রাণের রবীন্দ্রনাথ- তার 'বৃহত্তর ভারত' (নামটি কেমন যেন আজকের সঙ্ঘী 'অখন্ড ভারত' চিন্তার পুরাতনী সংস্করণ) প্রবন্ধে লিখেছেন- 'এই অগৌরবের ইতিহাসমরুতে রাজপুতদের বীরত্বকাহিনীর ওয়েসিস থেকে যেটুকু ফসল সংগ্রহ করা সম্ভব তাই নিয়ে স্বজাতির মহত্ত্ব পরিচয়ের দারুণ ক্ষুধা মেটাবার চেষ্টা করা হত'।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দিদি স্বর্ণকুমারী দেবী কিন্তু ভায়ের আগেই টডে হাত পাকিয়েছিলেন ছোটগল্প 'নবকাহিনী' লিখে। কিন্তু ঠাকুরবাড়ির জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটক বা স্বর্ণকুমারী ছোটগল্প বাংলায় জনপ্রিয় হয় নি, গবেষকদের জন্যে উপাদেয় উপাত্ত হয়ে রয়েগেছে। টডের কাহিনীকে জনপ্রিয় করলেন ঠাকুরবাড়ির দুই ব্যতিক্রমী সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ আর অবনীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের রাজস্থানী অহং-পরিতৃপ্ত করা লেখা কবিতা আমবাঙালির ঠোঁটে উঠে এল। অবনীন্দ্রনাথ লিখলেন অসামান্য মায়াময় কলমে টড অনুসরণে এক ঝাঁক ছোটগল্প - প্রজন্মের পর প্রজন্ম আজও ডিজিটাল যুগে সাহিত্যানুরাগী ভদ্রবিত্ত পরিবারের বই-এর তাকে অন্যতম আবশ্যিক শিশুপাঠ্য গল্পের বই হিসেবে ঠাঁই পেয়ে আসছে তাঁর ছোটগল্পের বই 'রাজকাহিনী'।

রবীন্দ্রনাথের 'কথা ও কাহিনী' কাব্যগ্রন্থে মোট চারটি কবিতা টডের 'রাজস্থান' অনুগামী - 'রাজবিচার', 'নকলগড়', 'হোরিখেলা' 'বিবাহ'। কবিতাগুলোর বিষয় নিয়ে এই ছোট বইতে বিশদ আলোচনার সুযোগ নেই, শুধু বলা যাক, ভাতের হাঁড়ির একটা চাল টিপে যেমন আমরা ভাতের সেদ্ধ হওয়া না হওয়া বুঝি, তেমনি এই চারটের মধ্যে একটিমাত্র কবিতা (বিদ্যালয়ে যাওয়া প্রায় অধিকাংশ ভদ্রবিত্ত বাঙালির প্রিয় আবৃত্তির কবিতাও) 'হোরিখেলা' পড়লেই বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথ কিভাবে ইসলামবিদ্বেষের টডিয় রক্তরাঙা 'ইতিহাস'এর পাতায় নিজেকে সমর্পণ করেছিলেন- 'যে পথ দিয়ে পাঠান এসেছিল/ সে পথ দিয়ে ফিরল নাকো তারা। / ফাগুন-রাতে কুঞ্জবিতানে/ মত্ত কোকিল বিরাম না জানে,/ কেতুনপুরে

বকুল-বাগানে/ কেসর খাঁয়ের খেলা হল সারা। /যে পথ দিয়ে পাঠান এসেছিল,/ সে পথ দিয়ে ফিরল নাকো তারা।'

কিন্তু সমস্যা হল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর টডের রাজপুত অহং-পালিশ কাহিনীগুলো মরমিয়া গদ্যে ঢেলে ভদ্রবিত্ত সমাজে পৌঁছে দিতে পারেন নি। সেই কাজের জন্যে প্রয়োজন ছিল তাঁর উত্তরপ্রজন্মের আরেক প্রতিভাবান সাহিত্যিকের। রবীকার ভাইপো, গগণ ঠাকুর-সুনয়নী দেবীর ছেলে অবনীন্দ্রনাথ টডের আঙ্গিকের মুসলমান-ফোবিয়াকে বাংলা ভাষায় দুই পাতায় মুড়ে ভদ্রবিত্ত বাঙালির 'ড্রয়িংরুমে' চালান করে দিলেন। অবনীন্দ্রনাথের গদ্যের প্রসাদগুণে টডের রাজস্থান 'রাজকাহিনী' বাঙালির 'চিল্ড্রেনস ক্লাসিকস'এ রূপান্তরিত হল প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে। ঠাকুর পরিবারের বেশ কয়েকজন প্রখ্যাততম সদস্য ভদ্রবিত্ত বাঙালির কৈশোরের মননে খুব কম ইসলামোফোবিয়ার চাষ করেনি।

১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে প্রণীত 'শিশুপাঠ্য' 'রাজকাহিনী'র প্রথম গল্প 'শিলাদিত্য'- গল্পে শেষ অংশে লেখা হচ্ছে সূর্যকুন্ডের জল গোরক্তে অপবিত্র করে দিয়েছে যবনেরা, তাই শিলাদিত্যের কাছে আর সূর্যকুন্ড থেকে উঠে আসছে না সপ্তাশ্বের রথ। ফলে বিধর্মীদের আক্রমণে ছারখার হয়ে যাচ্ছে বল্লভীপুর। এই 'যবন' প্রসঙ্গ-সূত্র কিন্তু টড, তিনি বল্লভীপুর আক্রমণকারী হিসেবে সিন্ধুপারের শ্যামনগরস্থিত 'পারদ' নামক 'অসভ্য যবন'দের (Barbarian) কথা উল্লেখ করে গিয়েছেন। সেই ছদ্ম-ইতিহাসকে রূপকথার ব্যঞ্জনায়, ব্যঞ্জনাময় করে শিশুমনে 'যবন' নামক ভয়ংকর অপরের চিন্তা গেঁথে দিয়েছেন কথাশিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অবনবাবু, মুসলমান বিদ্বেষী টড অনুসরণে রাজকাহিনীর 'বাপ্পাদিত্য'তে লিখছেন 'নতুন সেনাপতি বাপ্পা সমস্ত রাজস্থানকে ভয়ঙ্কর মুসলমানদের হাত থেকে রক্ষা করে যেদিন চিতোর নগরে ফিরে এলেন, সেদিন রাজা মানের বুড়ো-বুড়ো সর্দারেরা ক্ষুণ্ণ মনে রাজসভা ছেড়ে গেলেন'। মুসলমানেরা যে ভয়ঙ্কর, এই সব উপনিবেশিক প্রাচ্যবাদী মুসলমান বিদ্বেষের 'হিন্দুউপনিবেশবাদ' ইস্কুলের বাচ্চাদের মাথায় ঢুকেছে এক শতাব্দের বেশি সময় ধরে, সঙ্ঘের আবির্ভাবের অন্তত দেড় দশক আগে থেকেই। বিজেপি এমনি এমনিই ভদ্রবিত্তের 'সেকুলার' বাংলায় সিঁধ কাটছে না।

এইভাবেই বাঙালি ভদ্রবিত্ত-মানসে রচিত হয়েছে মুসলমানের প্রতি অপরায়ণের মনোবৃত্তি ও হিন্দুনারীর অস্মিতা রক্ষার পুরুষতান্ত্রিকতা। যার হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার হিসাবে কাজ করেছেন রঙ্গলাল, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্রেরা। আগেই বলেছি বঙ্গজ-হিন্দুত্বের পরাকাষ্ঠা নরেন্দ্রনাথ দত্ত ওরফে স্বামী বিবেকানন্দ টডের রাজস্থান প্রসঙ্গে বলেছিলেন- 'বাঙলার আধুনিক জাতীয় ভাবসমূহের দুই-তৃতীয়াংশ এই বইখানি হইতে গৃহীত।' (স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, নবম খন্ড, প্রথম সংস্করণ, পৃঃ- ৩২৪)।

'আধুনিক জাতীয় ভাবসমূহের' সমার্থক এখানে ভারতের ইতিহাসে ইসলামের প্রভাব অস্বীকার, বিদ্বেষ নির্মাণ এবং জাতীয়তাবাদের নামে হিন্দু-পৌরুষের আস্ফালন। এখানে লক্ষণীয়, বরুণকুমার চক্রবর্তীর মত বরেণ্য গবেষক যখন 'টডের রাজস্থান ও বাঙ্গালা সাহিত্য' শীর্ষক গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন, সেখানে টডের মেথডোলজির সমালোচনা করলেও, তার প্রচেষ্টাকে ওই 'আধুনিকতা'র ইউরোপীয় মানদণ্ডে খানিক ছাড়ও দিয়ে থাকেন, লিখিত ইতিহাসকে একমাত্র ইতিহাস মনে করেন এবং লেখেন- 'ভারতের সামগ্রিক

ইতিহাস কেন উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ববর্তীকাল পর্যন্ত অলিখিত ছিল? এর কারণ মুখ্যতঃ দ্বিবিধ- প্রথমত যথার্থ ঐতিহাসিক চেতনার অভাব, দ্বিতীয়ত অধ্যাত্ম মানসিকতা। দীর্ঘকাল ধরে আমরা এই ভাবনার দ্বারা চালিত হয়ে এসেছি যে আমাদের গৌরব করার মত কিছুই নেই, কারণ প্রকৃতপক্ষে যা কিছু আমাদের দ্বারা সাধিত হয় তার মূলে আছে দৈবানুকম্পা।.... ইউরোপের মানুষের সঙ্গে ভারতবর্ষের মানুষের এখানে একটা মূল পার্থক্য রয়ে গেছে। ইউরোপীয়রা নিজেদের শক্তি এবং দান সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে যেখানে সচেতন, আমরা ভারতবর্ষের মানুষেরা সেক্ষেত্রে এই আত্মসচেতনতা সম্পর্কে, নিজেদের কৃতিত্ব সম্পর্কে গৌরবান্বিত হওয়াকে অসমীচীন বলে মনে করে এসেছি।' এইভাবেই মূলধারার প্রাতিষ্ঠানিক গবেষকরা টডের গালগল্পকে প্রগতিবাদী দ্বন্দ্বতত্ত্বের দোহাই দিয়ে, বৈধতা পাইয়ে দিয়েছেন।

টডের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ এবং ইতিহাস-লিখনপদ্ধতি প্রসঙ্গে যদিও বরুণকুমার চক্রবর্তীর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য এবং খানিক সমালোচনার যোগ্যও বটে। তিনি লিখেছেন- 'টড নিজে অভিজ্ঞ ভাষাতাত্ত্বিক ছিলেন না ঠিকই এবং তিনি তার জ্ঞাতব্য তথ্যাদির অধিকাংশই সংগ্রহ করেছিলেন তার গুরু জৈন-জ্যোতি জ্ঞানচন্দ্র এবং তার নিযুক্ত অন্যান্য ব্রাহ্মণ পন্ডিতদের কাছ থেকে। অবশ্য টড নিযুক্ত ব্রাহ্মণ পন্ডিতেরাও আধুনিক বিচারে যথেষ্ট শিক্ষিত ছিলেন না। তাই এঁদের সংগৃহীত তথ্যাদির ওপর নির্ভর করায় টডের রচনায় স্বভাবতই ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়।' এর থেকে স্পষ্ট হয় যে, ঔপনিবেশিক ইতিহাস-লিখনের মূলাধার লুকিয়ে রয়েছে ব্রাহ্মণ্যবাদী জ্ঞানকান্ডের মধ্যেই।

প্রোপাগান্ডা সিনেমার টড

Prithwiraj was one of the most gallant chieftains of the age, and like the Troubadour princes of the west, could grace a cause with the soul-inspiring effusions of the muse as well as aid it with his sword'. - এনালস

ঠিক যেভাবে উনিশ শতকীয় হিন্দুত্বের নির্মাণে সাহায্য করেছিল টডের রাজস্থান, ঠিক তেমনই আজকের বিজেপি-আরএসএস চালিত প্রচারযন্ত্রের মূল চালিকাশক্তিও হল টডিয় ভূয়া ইতিহাস। জনসংস্কৃতিতে যার দুটি শাখা: হোয়াটসঅ্যাপ বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রোপাগান্ডা সিনেমা। মনে রাখতে হবে, যশরাজ ফিল্মস প্রযোজিত বিগ-বাজেট স্পেকটাকল - 'পৃথ্বীরাজ' রিলিজের সময় অভিনেতা অক্ষয় কুমার বলেছিলেন, 'When I was talking to my son about him (Prithviraj), he said 'I know about the British empire, Mughal empire, but who's he?' So it's a sad thing that we don't know about our own kings. There were only a few lines about Rana Pratap, Rani of Jhansi. But there are a lot of chapters on Mughals'- অর্থাৎ, ভণ্ড সেকুলার পূর্বতন বাম-কংগ্রেসী সিলেবাসে রয়েছে কেবলই মুঘল আধিপত্য, তাই হিন্দু-ঐতিহ্যের বীরগাথা ফিরিয়ে আনতে অক্ষয়ের দাবী ছিল- 'I would appeal to the education ministry to try and (bring about) balance and bring our culture, Hindu kings also in our textbooks' [https://www.business-standard.com/article/current-affairs/history-books-have-few-lines-on-prithviraj-lot-about-mughals-akshay-kumar-122060101094_1.html]- 'সম্রাট পৃথ্বীরাজ' ছবির পরিচালক চন্দ্রপ্রকাশ দ্বিবেদী ১৯৯০ সাল থেকেই এই ধরণের 'ঐতিহাসিক' সিনেমা নির্মাণের সঙ্গে যুক্ত। বর্তমান সরকার বাহাদুরের গুণমুগ্ধ হয়েও 'উদার' হৃদয়ে জানিয়েছেন- জওহরলাল নেহরুর 'ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া'র অনুকরণে নির্মিত টিভি সিরিয়াল শ্যাম বেনেগালের- ভারত এক খোঁজ থেকেই প্রাচীন ভারতকে সিনেমায় নিয়ে আসতে অনুপ্রাণিত হয়েছেন [https://frontline.thehindu.com/columns/counter-culture-are-hindi-films-problematising-history/article65548320.ece]।

প্রগতিশীল বাম শ্যামবাবুর সিরিয়ালের একটি গোটা পর্ব উদ্দিষ্ট ছিল পৃথ্বীরাজের গাথা গাওয়ার জন্যে (https://www.youtube.com/watch?v=a_OnQ-Fwe7Q)। স্মতর্ব্য, প্রগতিশীলেরা এনএফডিসির অর্থানুকূল্যে নির্মিত কুমার সাহানির 'খেয়াল গাথা' দেখেছেন, তারা জানেন যে সেই ছবিতেও অকস্মাৎ সুলতানী আক্রমণে রাজপুত রাজার মৃত্যু ও 'মুসলমানের ছোঁয়া' এড়াতে রাণীর আত্মহত্যা অত্যন্ত 'শৈল্পিক' ভাবে চিত্রিত হয়েছে। চন্দ্রপ্রকাশ দ্বিবেদী বা সঞ্জয় লীলা বনশালীরা যা করেন মোটাদাগে, নেহরুভিয়ান চলচ্চিত্রকাররা তাই করেছেন শৈল্পিক সূক্ষ্মতার সঙ্গে। উভয়ের মস্তিষ্কই টড-প্রণীত ইতিহাসের বিষে জারিত।

সম্রাট পৃথ্বীরাজ' সিনেমাটি হোয়াটসঅ্যাপ বিশ্ববিদ্যালয়ের হলদিঘাটের যুদ্ধ প্রসঙ্গে নিয়মিত ফরোয়ার্ড হতে থাকা মেসেজগুলির (নাকি থিসিস?) অডিও-ভিজুয়াল সংস্করণ মাত্র। কালো হয়ে আসা স্ক্রিনে লেখা ফুটে ওঠে, 'পৃথ্বীরাজ ছিলেন শেষ হিন্দু সম্রাট, যিনি নাকি সমগ্র ভারতের অধিপতি ছিলেন। তারপর, সাড়ে সাতশো বছর ভারত চলেগেছে ঔপনিবেশিক গোলামির অধীনে, যার নিরাময় ঘটে ১৯৪৭'এ- 'ভারতমাতা' শেষমেশ যখন স্বাধীন হন। সুচারুভাবে গেঁথে দেওয়া হল বার্তাটি যে ইসলামী শাসন ছিল বহিরাগতের শাসন, যা ইংরেজ শাসনেরও সমতুল্য বরং হিন্দুর পবিত্র ভারতভূমির জন্য বেশি অপমানজনক অধ্যায়। এইভাবেই ডিজিটাল ভারতে, পুরোনো ঔপনিবেশিক আয়ুধ দিয়ে, উপনিবেশের

নয়া-সংজ্ঞা নির্মাণ করা হচ্ছে। সমস্ত সিনেমাটিই হিন্দু-ধর্মের অস্তিত্ব রক্ষার মেড-ইজি। ধর্মের জন্য বাঁচা, ধর্মের জন্য মরণ- এই হচ্ছে ছবিটির মূল স্লোগান। যেখানে পৃথ্বীরাজের সৈনিক কাকা কানহারূপী সঞ্জয় দত্তের মুখে সংলাপ রয়েছে- 'মীরে আর মহম্মদে কোনো তফাত নেই'- অর্থাৎ, মুসলমান মাত্রেই সন্দেহজনক, এবং ঘৃণা ও সঙ্ঘর্ষের সম্পর্কই একমাত্র সম্পর্ক, যা হিন্দুদের সঙ্গে তাদের স্থাপিত হতে পারে। কিন্তু, কেবলই জনপ্রিয় বলিউডি ছবি নয়, এ সকল বিষয়ে আমাদের প্রতিষ্ঠিত ঐতিহাসিকরা কিছু কম যান না। মহতী' কালিকারঞ্জন কানুনগো তার 'রাজস্থান কাহিনী'তে লিখছেন- 'সম্রাট আকবরের মনের ভাব যাহাই হউক মোল্লারা এই অভিযানকে 'জেহাদ' বা ধর্মযুদ্ধ বিবেচনা করিয়া ইহাতে শরিক হওয়ার জন্য অস্থির হইলেন। ..নকীব খাঁ গোঁড়ামিতে মোল্লা সাহেবের উপর আরও এক কাঠি। তিনি দুঃখ করিয়া বলিলেন, - এ লড়াইয়ের সর্দার যদি কাফের না হইয়া একজন মুসলমান হইতেন তাহা হইলে আমিই সর্বপ্রথম ইহাতে শরিক হইতাম। মোল্লা বদায়ুনী তাহাকে বুঝাইলেন- তাহার উদ্দেশ্য সাধু ও মহৎ, সর্দার হিন্দু হইলেও বাদশার নিমকখোর গোলাম। সম্রাটের অনুমতি পাইয়া মোল্লা বদায়ুনী মহা উল্লাসে কাফের জয় করিবার জন্য আরও কয়েকজন 'একদিল' বন্ধুর সহিত মানসিংহের সেনায় যোগ দিলেন।' ছত্রে ছত্রে মুসলমানফোবিয়া, এবং বদায়ুনীকে 'মোল্লা' সম্বোধনের পাশাপাশি কালিকারঞ্জনও টডের মতই রাণা প্রতাপের হিন্দু-জাগরণের পূজক ও প্রচারক। তাই তিনি লিখেছেন- 'বাবরের হাতে পরাজিত হইয়া মহারাণা সংগ্রামসিংহ রাজপুতানার যে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব হারাইয়াছিলেন পঁচিশ বৎসর ভারত-সম্রাট আকবরের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা রক্ষণ করাতে মেবারের সেই প্রনষ্ট অধিরাজত্ব রাজপুত জাতির মনের উপর পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল। সপ্তদশ শতাব্দীতে যে বিরাট হিন্দু-জাগরণ মোগল-সাম্রাজ্যকে ধূলিসাৎ করিয়াছিল উহার মূলে প্রতাপের মহান আদর্শের প্রেরণা কম ছিল না। প্রতাপ না জন্মিলে মেবারে মহারাণা রাজসিংহ জন্মিতেন কি না সন্দেহ। রাজসিংহ না থাকিলে মেবার ও মাড়বারে আওরঙ্গজেবের প্রচন্ড নীতি প্রতিহত হইত না।' সুতরাং, বোঝাই যায় কেবল বঙ্কিম একা দোষী নন, এই ইসলাম-বিদ্বেষ ও রাজপুত-অনুরাগ যুগচিহ্নই বটে, যা এখনও প্রবাহমান।

সঞ্জয় লীলা বনশালী'র এপিক-ভঙ্গিমার স্পেকটাকল-ছবি পদ্মাবতের রিলিজের সময় রাজপুত পৌরুষের হর্তাকর্তাদের ঢক্কানিনাদ অনেকেরই স্মরণে থাকার কথা। মনে থাকবে কার্নি সেনা-কর্তৃক সিনেমাটিতে রাণী পদ্মাবতীর ভূমিকায় অভিনয় করা দীপিকা পাড়ুকোনের নাক কেটে ফেলার হুমকি। দেখা গিয়েছিল এই সিনেমাটিও টডের ছায়া-অনুসরণে নির্মিত আরেকটি হিন্দুত্ববাদী প্রোপাগান্ডা মাত্র। মালিক মহম্মদ জায়সীর কাব্য 'পদ্মাবত' থেকেই পদ্মিনীর আখ্যানটি জনপ্রিয় হয় মেবারের ভাটেদের মুখে, আবার এই লোকমুখে জনপ্রিয় কাহিনীটিকে ভাটেদের থেকে সংগ্রহ করে নিজের মহাগ্রন্থে জুড়ে দিয়েছিলেন জেমস টড। এপ্রসঙ্গে কালিকারঞ্জন কানুনগো লিখছেন- 'ভাট-চারণেরা ইতিহাস ভুলিয়া গিয়াছে। তাহারা কল্পনা-মূলক 'খ্যাত' ইত্যাদি গান করিয়া জীবন নির্বাহ করিত। এই খ্যাতগুলিতে আমাদের বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতির উপন্যাস-নাটকের চেয়েও প্রকৃত ইতিহাসের ভাগ কম ছিল। টড সাহেব আঁধারে হাতড়াইয়া যাহা কিছু পাইয়াছেন কুড়াইয়া সংগ্রহ করিয়াছেন। তিনি নিজ হইতে মনগড়া কিছু লিখেন নাই, কিন্তু ভাট ও কবিদের মনগড়া কথায় তাঁহার ইতিহাস ভর্তি করিয়াছেন।' এই 'গালগল্প'কে

সংশোধনের চেষ্টা করেছিলেন মহামহোপাধ্যায় গৌরীশঙ্কর হীরাচাঁদ ওঝা। চল্লিশ বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমে তিন খন্ডে 'রাজপুতানেকা ইতিহাস' রচনা করেন এবং আশ্চর্যের কথা তিনিও টডের তথ্য খারিজ করা লেখা 'মহামতি' টডকে উৎসর্গ করে যান। কালিকারঞ্জনের মতে, হীরাচাঁদ বুঝেছিলেন, টডের লেখা রাজস্থানের ইতিহাস- 'শুদ্ধ করিতে গেলে খোল-নলিচা দুই-ই বদলাইতে হয়'।

প্রকৃতপক্ষে ভাবের দিক থেকে 'পদ্মাবত' ছিল সুফি-দর্শনের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা অধ্যাত্মবাদী বয়ান, আক্ষরিক অর্থে ইতিহাস-নির্ভর গাথাই নয়। কাব্যের উপসংহারে জায়সী লিখে দিয়ে গেছেন- 'উর্ধ্বে এবং নিম্নে যে চোদ্দভুবন বর্তমান সে সবই আছে দেহের ভিতরে। দেহ হল চিতোর, মনকে করেছি রাজা (রত্নসেন), হৃদয় হল সিংহল দেশ এবং বুদ্ধিকে জেনেছি পদ্মিনী...দূত রাঘব (চেতন) হল শয়তান। আর সুলতান আলাউদ্দিন মায়া। এইভাবে এই প্রেমকাহিনীর বিচার কোর। যে বুঝতে সমর্থ বুঝে নাও।' পরবর্তীতে বাংলার কবি সৈয়দ আলাওল এই গূঢ়তত্ত্বকে জৈবনিক প্রেমরসে ঢেলে নিয়েছেন, সাধনতত্ত্বকে নির্মাণ করেছেন এক অসম্ভব প্রণয়গাথায়- তাই তিনি লিখেছেন- ' রচনা সরস হইল প্রেমের বচনে/ প্রেমপুঁথি পদ্মাবতী রচিতে আশা এ'...কাজেই রাণী পদ্মিনীর গল্পের ঐতিহাসিক সারবত্তা নিয়েই প্রশ্ন থেকে যায়। জায়সীর কাছাকাছি সময়ের ঐতিহাসিক আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরীতে পদ্মাবতীর উল্লেখমাত্র নেই। আলাউদ্দিনের চিতোর বিজয়ের সাক্ষী আমির খসরুও এহেন রাণীর কথা বলেননি। ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারণীর 'তারিখ-ই-ফিরোজশাহী'তে সম্রাট আলাউদ্দিনের রাজত্বকালের বিস্তৃত বিবরণ থাকলেও, পদ্মিনী, রতনসেন, লক্ষণসিংহ কারোরই কোনো উল্লেখ নেই। যদিও, সঞ্জয় লীলা বনশালী কোনো গোপন সূত্র থেকে জানতে পেরেছেন যে আলাউদ্দিন খিলজি তার 'দরবারী' ঐতিহাসিকদের লেখা পছন্দ না হলে সেই কাগজগুলি ছিঁড়ে আগুনে পুড়িয়ে দিতেন। এমন দৃশ্য রয়েছে সিনেমাটিতে। এছাড়াও, আলাউদ্দিন খিলজি-রূপী রণবীর সিংহের যে দৃশ্যগত উপস্থাপনা এই সিনেমায় করা হয়েছে, তা একান্তই ভারতের উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের দ্বারা নির্মিত প্রতিটি ইসলাম-ধর্মাবলম্বী মানুষের প্রতিচ্ছবি। ক্রূরতা, হিংসা, নারীলোলুপতা এবং বেইমানি - ভারতীয় মুসলমানের গায়ে লেপ্টে থাকা প্রতিটি স্টিকারকে প্রাঞ্জল করে তোলা হয়েছে খিলজির চরিত্রায়ণের মাধ্যমে। এছাড়াও, সঞ্জয় লীলা বনশালীর বিগবাজেট ঐতিহাসিক-সিনেরূপটি একটি বড় রকমের সামাজিক ক্ষতিসাধন করেছে- 'মহাসতী' পদ্মিনীর জহরব্রত পালনের মাধ্যমে আত্মত্যাগের ঘটনাটিকে মহিমান্বিত করে।

রামমন্দির অ্যানআন্দোলনের শুরু থেকেই সঙ্ঘও ঝাঁপিয়ে পড়েছে তাদের ব্রান্ডের নারীবাদ প্রতিষ্ঠায়। এবং সেখানো অলক্ষ্যে মুচকি হাসের টড। ২০১৮' সাল নাগাদ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বর্ষীয়ান নেতা কৃষ্ণ গোপাল 'স্ত্রী শক্তি' সেমিনারে জহরব্রতকে কুপ্রথা নয়, বরং বিধর্মীদের হাত থেকে মানসম্মান বাঁচানোর নারীবাদী প্রতিরোধ হিসাবে তুলে ধরেছিলেন। তিনি বলেছিলেন- 'a part of the tradition of Jauhar-Shakha in which women offered the supreme sacrifice than be conquered by victorious armies to be a part of their large harems.' এর থেকে বোঝা যায় সঙ্ঘের 'নারীবাদ' কীভাবে অপরের নির্মাণ করে। (https://indianexpress.com/article/india/jauhar-a-form-of-resistance-not-discriminatory-practice-says-rss-leader-5041646/)

এখনও রাজপুত শৌর্য-বীর্যের প্রতীক হিসেবে চিতোরের মহিলাদের মধ্যে নিরন্তর প্রভাব ফেলে চলেছে ১৯৪৮-এ প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান 'জহর স্মৃতি সংস্থা' ও তার প্রধান কার্যালয় 'জহর ভবন'। যেখানে অক্লেশে একবিংশ শতাব্দীর তরুণীরা 'জয় জহর' লেখা টি-শার্ট পরে ঘোরেন, মহিলাদের জহরব্রতের 'শহীদ স্মরণে' উদ্বুদ্ধ করেন নরপাত সিং ভাট্টির মত হিন্দুত্ববাদী নেতারা। ১৯৮৭'র রূপ কাঁওয়ারকে সতী করানোর ঘটনার পর, কিন্তু আইনানুগ ভাবে The law against the practice was made more stringent in 1988 with The Commission of Sati (Prevention) Act of 1987, which criminalised any form of abetment to the act. অথচ, সঞ্জয় লীলা বনশালীর লেখা অমোঘ সংলাপে পদ্মিনী-রূপী দীপিকা পাড়ুকোন যখন কণ্ঠস্বর মেলান, যে শরীর আমার পুড়ে ছাই হয়ে গেলেও, বেঁচে থাকবে রাজপুত-পৌরুষের অস্মিতা, কুলগৌরব ভুলুণ্ঠিত হবেনা মুসলমান আক্রমণকারীর হাতে - তখন একইসঙ্গে প্রতিধ্বনিত হয়, জহর স্মৃতি সংস্থান, যেখানে এখনো রাণী পদ্মিনী, কর্ণাবতী ও রূপ কাঁওয়ারের অর্চনা করা হয়, সেখানকার কর্মী নির্মলা রাঠোরের কণ্ঠস্বর, যেখানে তিনি বলছেন- 'We had also moved the Supreme Court when we felt Bhansali's film was hurting our sentiments. But the court did not stop the release of the film. If the law also does not give one justice, death is the only option left.' [https://www.hindustantimes.com/india-news/a-wrong-sense-of-honour-the-disturbing-glorification-of-jauhar-in-padmini-s-chittorgarh/story-JojhRZe4pBCEaeg4zyxCNM.html]- এইভাবেই প্রথমে টডের ঔপনিবেশিক ভিত্তিপ্রস্তর, তারপর উনবিংশ শতাব্দীর বাবু-বাঙালির কলম ও বর্তমানে সঙ্ঘের টেকনোক্র্যাট প্রোপাগান্ডা মেশিনারি প্রয়োগের মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির সপক্ষে সম্মতি নির্মাণ ঘটেই চলেছে।

তথ্যসূত্র

James Tod, Annals and Antiqiuties of Rajasthan

Norbert Peabody, Tod's Rajasthan and the Boundaries Imperial Rule

Lloyd 1. Rudolph, 'Producing and Reproducing Rajasthan: Why Col. Tod Represented Rajasthan the Way he did not and its consequences fot Imperial, Nationalist and Rajput Historiography'

Ramya Sreenivasan, The Many Lives of a Rajput Queen: Historical Pasts in Indiac. I 500-190a, c. I 500-190a

Edward W. Said, Orientalism

Mohammad Habib, Studies in the history of Rajasthan

V. A. Smith, Akbar the Great Mogul, 1542-1605

Renu Bahuguna, James Tod's Portrayal of the Life and Deeds of Rana Pratap: A Critical Examination

জেমস টডের রাণা প্রতাপ - ফিরে দেখা, বিশ্বেন্দু নন্দ

ডঃ বরুণকুমার চক্রবর্তী- টডের রাজস্থান ও বাঙ্গালা সাহিত্য

দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, পদ্মাবতী জায়সী ও আলাওল
কালিকারঞ্জন কানুনগো- রাজস্থান কাহিনী
শান্তিকুমার দাশগুপ্ত ও শ্রীহরিবন্ধু মুখুটি সম্পাদিত, রঙ্গলাল রচনাবলী, দত্ত চৌধুরী অ্যান্ড সন্স, কলকাতা, ১৩৮১
মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, আধুনিক বাংলা কাব্যে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ১১
মন্মথনাথ ঘোষ, রঙ্গলাল’, কলকাতা, ১৯৩৬
জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন স্মৃতি, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

১৭৭০/১১৭৬ গণহত্যা গবেষণা আন্দোলন ।। জনভাণ্ডার ।। অপ্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা উদ্যম।। বই প্রকাশ পরিকল্পনা।। গ্রন্থাগার প্রকল্প

জনদানে প্রকল্প পরিচালনা

১। ১৭৭০ এবং...
মিল্টন বিশ্বাস এবং দেবোত্তম চক্রবর্তী সম্পাদিত
প্রকাশিতব্য নভেম্বর বা ডিসেম্বর
আপাতত লেখা দিয়েছেন - ক। অনুপম পাল পলাশী পূর্বের কৃষি ব্যবস্থা এবং পলাশীর পরের উপনিবেশিক চাষ কাঠামোর বিস্তার ।। খ। নারায়ণ মাহাত পলাশীর পর জঙ্গমহলের স্বাধীনতা সংগ্রাম [চিকিৎসা ব্যবস্থার জ্ঞানচর্চা বিষয়ে আরও একটি লেখা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন] ।। গ। প্রণব ভট্টাচার্য বাঙ্গলার ইতিহাসের এক বিস্মৃতপ্রায় অধ্যায় ছিয়াত্তরের মন্বন্তর এবং কারিগরদের দুর্দশা ।। ঘ। নয়ন তানবিরুল বারি যে কারণে ফুলপুর কবরস্থানে দাফন করেনা কেউ ।। ঙ। বিকাশ এস. জয়নাবাদ রাঢ় বাংলা - বর্গি আক্রমণ থেকে ছিয়াত্তরের গণহত্যা [বিকাশ এস. জয়নাবাদ দাদা স্বাধীনতা সংগ্রাম নিয়ে একটি লেখা দেওয়ার ।। প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন] ।। চ। বিশ্বেন্দু নন্দ পলাশীর প্রভাবে মেয়েরা অন্তরীণ হলেন, রোজগার আর সম্পত্তির অধিকার হারালেন - একটি সাধারণ ধারণা ।। ছ। ১০০০ বছর বাংলায় ছোটলোক-ভদ্রলোক দ্বন্দ্ব ইতিহাস ।।
ব্যয় আনুমানিক ৭০,০০০ টাকা

২। টেগোর ল্যান্ড ঠাকুর কলোনি প্রকল্প
গবেষণা নেতৃত্ব অত্রি ভট্টাচার্য এবং শাহজাহান আলি
রবিবাবুর শিক্ষা চিন্তায় উপনিবেশিক ভদ্রবিত্তীয় প্রদূষণ এবং তিনি যে জ্ঞান আর শ্রমের মিলিত শিক্ষাব্যবস্থা চালু করার চেষ্টা করেছিলেন নিজের ছেলে আর লক্ষ্মীশ্বর সিংহকে বিদেশে পাঠিয়ে, শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করে, সেই প্রক্রিয়াকে সাবোতাজ করার ইতিহাস আমরা খুঁজছি। নব্য শান্তিনিকেতনি ভাবনাচিন্তার বিরোধিতার কেন্দ্রে আছেন স্যর যদুনাথ সরকার - তিনি ব্রিটিশ আঙ্গিক অনুসরণে শান্তিনিকেতনের শিক্ষা ব্যবস্থার গোটা ভাবনাকে উড়িয়ে দিচ্ছেন। মূলত কয়েকটি বিখ্যাত শান্তিনিকেতনি আশ্রমিক পরিবার রবীন্দ্রনাথকে ঠাকুর বানিয়ে যদুনাথ সরকারের ভাবনাকে সামনে রেখে ভদ্রবিত্ত উপনিবেশিক শিক্ষা কাঠামো শান্তিনিকেতনে চাপিয়ে দিয়েছে এবং শিক্ষা ব্যবস্থাকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নামিয়ে আনার উদ্যম নিইয়েছে যাতে তাদের সন্তানেরা চাকরি করার সুযোগ পায়। এক বিখ্যাত পত্রিকা সম্পাদক রবীন্দ্রনাথকে সামনে রেখে কেজি টু পিজি প্রকল্প চালু করেছেন এবং এটা ১৯৪১এর পরে উদ্দাম গতিতে চলেছে, দেশজ মানুষকে উচ্ছেদ করে, তাদের ওপর পরজীবি ভদ্রবিত্তের উপনিবেশ চাপিয়ে দিয়েছে, ঘেটোয় থাকতে বাধ্য করেছে, মিউজিয়ামের মত খোয়াইয়ে হাটে তাদের শোকেস করাচ্ছে। আমাদের কাজ এই সব অভিচারের মূলে পৌঁছনোর।
সময় লাগবে ৮ থেকে ১০ মাস।
আনুমানিক ব্যয় ১ লক্ষ ৫০ টাকা

৩। হকার ব্যবস্থা নিয়ে প্রকল্প
গবেষণা নেতৃত্ব বহ্নিহোত্রী হাজরা, অত্রি ভট্টাচার্য
রেল হকার, পথ হকার নিয়ে অনেকগুলো সমীক্ষা। একটা সমীক্ষা অপ্রচলিত পত্রিকায় প্রকাশিত। শক্তিমান ঘোষের সাক্ষাৎকার নেওয়া চলছে। অন্তত ৩টে বইএর পরিকল্পনা।
সময় ১ বছর
আনুমানিক ব্যয় ২ লক্ষ টাকা

৪। ক্যাডার কয়েদি
গবেষণা নেতৃত্ব অত্রি ভট্টাচার্য
স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত ক্রমিকভাবে কেবলমাত্র রাজনৈতিক কর্মীদের ইতিহাসকে কেন্দ্র করে কোনো সংকলন তৈরী হয়নি। তাই এই সম্পাদিত সংকলনের পরিকল্পনা -

যাতে একইসঙ্গে, অনুবাদ, পুনর্মুদ্রণ, এবং সাক্ষাৎকার থাকবে। সংকলনটির মূল উদ্দেশ্য কমিউনিস্ট চিরকালীন অসুখ/সমস্যা/আমলাতন্ত্র, ভদ্রলোকামি, তথাকথিত ‘নিচুতলার’ কথা না শুনে, নিজেদের কেন্দ্রীয় কমিটির/ পলিটব্যুরোর বক্তব্য চাপিয়ে দেওয়া [গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা], এবং সেই সিদ্ধান্তগুলির পরিণতি হিসাবে বাম-অবাম-আন্দোলনের অবক্ষয়কে চিহ্নিত করা। সর্বোপরি সিপিআইএম, সিপিআই ও নকশালগোষ্ঠী, ট্রটস্কিপন্থী, গান্ধীবাদী, রাষ্ট্রীয় স্বয়োংসেবক সঙ্ঘ’র কিছু জীবিত পুরাতন কর্মীর বয়ান নথিভুক্ত করা- যাতে ক্রনোলজিক্যালি নেতৃবৃন্দের দৃষ্টিতে নয়, কর্মীদের চোখে বাংলায় বামআন্দোলনের ইতিহাসকে- বৈশ্বিক ও জাতীয় পরিপ্রেক্ষিতে আজ পুনরায় বিবেচনা করা এই সংকলনটির মূল উদ্দেশ্য হবে।

৫। বাংলার সূচি আর বয়ন শিল্পের ইতিহাস

গবেষণা প্রধান কারিগর মহুয়া লাহিড়ী

বাংলার সূচি আর বয়ন শিল্পের ইতিহাস লেখার কাজ নিয়ে এগোচ্ছেন। লেখা এগোচ্ছে। নতুন কিছু সূত্র পেয়েছেন। সেই সূত্রগুলো নিয়ে আরও কাজ করা দরকার। উনি কলকাতা থাকা কালীন একবার দুবার বৈঠক হবে।

৬। বৃহত্তর বাংলার হাট ব্যবস্থা সমীক্ষা

গবেষণা নেতৃত্ব দেবেন বহ্নিহোত্রী হাজরা

কারিগর ব্যবস্থার অবস্থা আর কর্পোরেট আগ্রাসন বুঝতে পশ্চিমবঙ্গ আর বাংলাদেশ হাট ব্যবস্থা সমীক্ষা। পশ্চিমবঙ্গের চারটে ভৌগোলিক অঞ্চল রাঢ় বাংলা, গাঙ্গেয় উপত্যকা, মধ্য বঙ্গ এবং তরাই অঞ্চলের মোট ১০ হাট। বাংলাদেশেরও মোট ১০টা হাট।

সময় অন্তত ১ বছর, হয়ত আরও একটু বেশি

প্রকল্প ব্যয় ১,০০,০০০

৭। বৃহত্তর মন্দির গবেষকদের কাজের নথিকরণ আর হুগলীর টেরাকোটা মসজিদ মাজার সমীক্ষা

এই মুহূর্তে মন্দির/মাজার গবেষক আছেন, তাদের কাজগুলোকেই নথিকরণ করা হবে।

ইন্দ্রনীল মজুমদারের নেতৃত্ব

৯। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অন্তত ৩টে প্রকল্প সমীক্ষা এবং প্রকল্পগুলোর সামাজিক গুরুত্ব এবং সমস্যা

নেতৃত্ব দেবত্র দে

অন্তত ৮ মাস

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তিনটে প্রকল্প ১। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, ২। কন্যাশ্রী ৩। সবুজসাথী নিয়ে রাঢ় বাংলা, গাঙ্গেয় বাংলা মধ্য বাংলা আর তরাই বাংলায় বিস্তৃত সমীক্ষা।

কাজের পদ্ধতি নিয়ে আলাপ আলোচনা চলছে। আশাকরি আগস্ট বা সেপ্টেম্বরে শুরু করতে পারব।

১০। গ্রন্থাগার প্রকল্প

৪ হিদারাম ব্যানার্জী লেনে গ্রন্থাগার চালু হয়েছে। মঙ্গল, বৃহস্পতি শনি খোলা

দান দেওয়ার জন্যে

জ্ঞানগঞ্জ অছি সবে নথিবদ্ধ হয়েছে, ব্যাঙ্কএকাউন্ট হয় নি। আপাতত আমরা বন্ধু কারিগর সংগঠন কলাবতী মুদ্রার অছিতে দান নিচ্ছি।

kalaboti mudra, bank of india, j, n road br, 402620110000228, ifsc bkid 0004026